আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মুখপত্র

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

একাদশ সংখ্যা , নভেম্বর ২০১৪

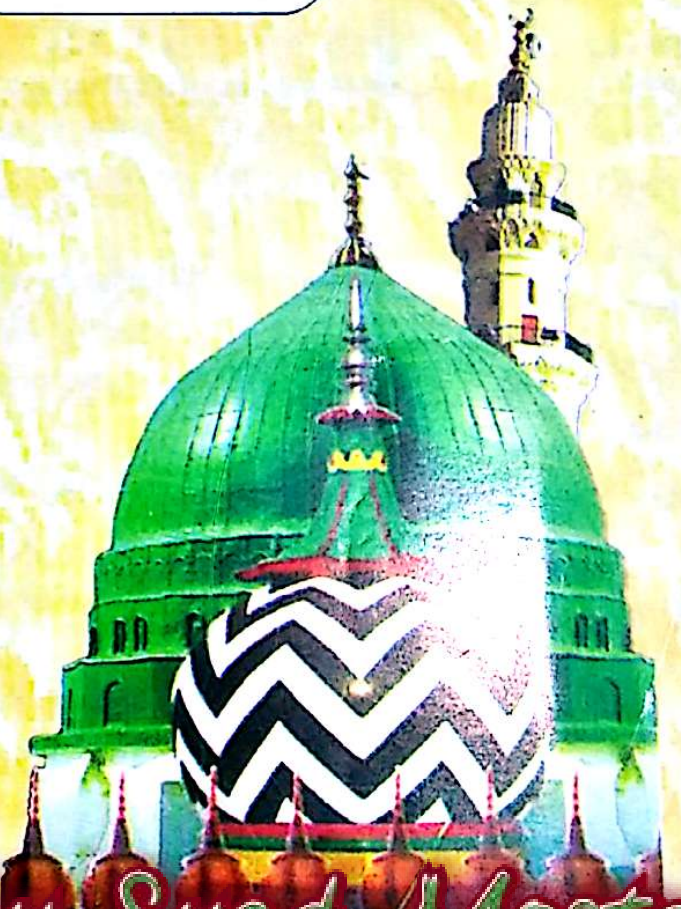

Pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদক

মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

প্রকাশনায়

রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

সুন্নী জাগরণ

নভেম্বর, সংখ্যা - ২০১৪

-ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ-

সাইয়েদ মাসউদুর রহমান সাহেব - হাওড়া
মুফতী মোখতার আহমাদ সাহেব - কাজী কোলকাতা
মাওলানা শাহিদুল ক্বাদেরী - চেয়ারম্যান ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি, কোলকাতা
মুফতী নূর আলম রেজবী - কোলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম
শায়খুল হাদীস মোমতাজুদ্দীন হাবিবী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মুজাহিদুল ক্বাদেরী - গাড়ীঘাট মাদ্রাসা
মুফতী অয়েজুল হক হাবিবী - রাজমহল
মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মাকবূল আহমাদ ক্বাদেরী - দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন	২
২। দশটি নাম্বার মনে রাখিবেন	৫
৩। আমার স্নেহের তরুণ যুবক	৬
৪। বর্তমান শতাব্দির মুজাদ্দিদ	৭
৫। একবার দরবারে খাজা ও রেজা	৮
৬। বসিয়া তাকবীর শোনা জরুরী	৯
৭। আগামী দিনে কাদিয়ানি ও খৃষ্টান	১০
৮। বোখারী পড়িয়া গোমরাহ হইতেছেন?	১০
৯। এক নজরে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম বোখারী	২১
১০। ফাতাওয়া বিভাগ	১৪

-ঃ সম্পাদক ঃ-
মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, মোবাইল নং - ৯৭৩২৭০৪৩৩৮
Website - www.sunnijagaran.wordpress.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

পূর্ব প্রকাশিতের পর .... (৫)

নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন

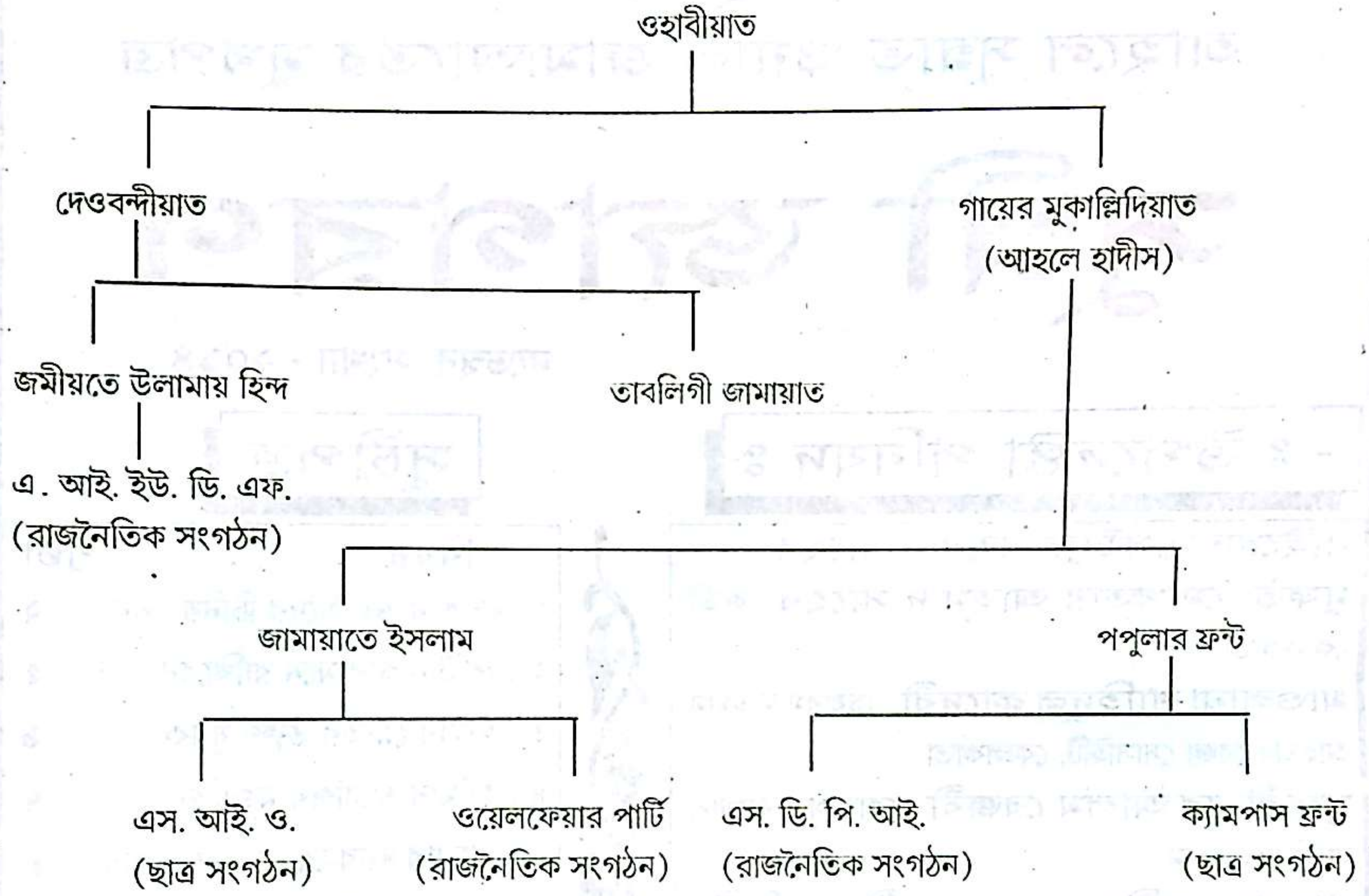

প্রিয় পাঠক! খুব সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে। সাবধান না হইলে সর্বনাশের শেষ থাকিবে না। নকশায় যাহাদের দেখিতেছেন ইহারাই হইল সর্বনাশের মূল কারণ। হানাফী মাযহাবকে শেষ করিয়া দেওয়াই হইল ইহাদের মূল লক্ষ। আহলে হাদীসরা তো সরাসরি হানাফী মাযহাবের মহা শত্রু। দেওবন্দী দুনিয়া একটু দূর দিয়া। আর এই দুই দলের মধ্যে যতগুলি সংগঠন রহিয়াছেন সবার মুখে একই কথা, মাযহাব মানিবার প্রয়োজন নাই। মাযহাবই মুসলিমদের বিভক্ত করিয়া থাকে। মাযহাব হইল একটি বিদয়াত জিনিষ। হুজুর পাক ও সাহাবাদিগের যুগে মাযহাব ছিল না। এই সমস্ত গোমরাহী কথা বলিয়া হানাফীদের মধ্যে ভাঙন ধরাইতেছে। ইহারা বেশির ভাগ টার্গেট করিতেছে স্কুল, কলেজের ছাত্রদের এবং গ্রামের অশিক্ষিত তরুণ ও যুবকদের। প্রায় প্রতিটি গ্রামে ১০/২০ জন তরুণ যুবককে নিয়া নিয়ম মাফিক ট্রেনিং দিতে ব্যস্ত রহিয়াছে। বাংলা বোখারী পাঠ করিয়া শোনাইতেছে যে, নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠাইতে হইবে না। কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া তাহরিমা বাঁধিতে হইবে। নাভির নিচে হাত বাঁধা ঠিক নয়, বরং নাভির উপরে হাত বাঁধা সঠিক ইত্যাদি। ছোট ছোট বাচ্চাদের বুঝাইতেছে যে নামাজ পড়িবার জন্য মাথায় টুপী দেওয়ার প্রয়োজন নাই। পীর, ওলী মানিতে হইবে না। আউলিয়ায় কিরামদিগের দরবারে যাওয়াই তো একেবারে অবৈধ কাজ ইত্যাদি। এই প্রকারে প্রতিটি গ্রামে এক বিরাট অশান্তি চলিয়া আসিয়াছে। এই অশান্তির মুকাবিলা করা সহজ কাজ নয়। কারণ, প্রতিটি গ্রামের মানুষ রাজনৈতিক দিক দিয়া ভিন্ন মুখি হইয়া রহিয়াছে। দ্বীন ইসলাম, মাযহাব ও মিল্লাত থেকে অধিকাংশ মানুষ একেবারে উদাসীন। এই কারণকে কেন্দ্র করিয়া বাতিল ফিরকাগুলি খুব সুযোগ নিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রিয় পাঠক! এই মূহূর্তে কি আপনার কোন দায়িত্ব

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাই? আপনি তো অবশ্যই একজন হানাফী ঘরের সন্তান। আপনার বাপ দাদা থেকে আরম্ভ করিয়া পূর্ব পুরুষগণ তো সবাই হানাফী ছিলেন। সারা বিশ্বে ছড়াইয়া রহিয়াছে হানাফী মাযহাব। এতো বিস্তীর্ণ মাযহাব দুনিয়াতে আর দ্বিতীয় নাই। এক হাজার বৎসরের বেশি থেকে আমাদের দেশ হানাফী হইয়া রহিয়াছে। এই মাযহাবকে যাহারা বিদয়াত বলিতেছে তাহারাই তো হইল প্রকৃত বিদয়াত। দশ বৎসর পূর্বে তো আপনার কান শুনিয়া ছিল না - পপুলার ফ্রন্ট, ক্যাম্পাস ফ্রন্ট, ও এস. ডি. পি. আই. ইত্যাদি। এই সব দলগুলি তো আপনার চোখের সামনে বিদেশী পয়সায় ব্যাঙের ছাতার মতো মাথা তুলিয়া দাড়াইয়াছে। ইহাদের কথায় আপনি কান দিবেন? আপনার বাচ্চাকে কান দিতে দিবেন? প্রতিবেশিরা সবাই কি গোমরাহ হইয়া গিয়াছে? আপনি মসজিদে মাযহাব সম্পর্কে কথা উঠাইয়া দেখুন, মানুষের মনের অবস্থা কি! আপনি পরিস্কার বলিয়া দিন - মাযহাব মানিয়া চলা ফরজ। অন্যথায় ইসলামী জীবন যাপন করিয়া চলা কখনোই সম্ভব নয়। এইবার আপনি উদাহরণ স্বরূপ বলিবেন - (ক) নামাজে এক ব্যক্তির ভুল বশতঃ একটি অয়াজিব ত্যাগ হইয়া গিয়াছে এবং সে সিজদায়ে সাহু না করিয়া নামাজ সমাপ্ত করিয়া দিয়াছে (খ) এক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অয়াজিব ত্যাগ করিয়া দিয়াছে এবং সিজদায়ে সাহু করিয়া নামাজ শেষ করিয়াছে। (গ) এক ব্যক্তি ভুলিয়া রুকু না করিয়া নামাজ শেষ করিয়া দিয়াছে (ঘ) এক ব্যক্তি এক সিজদা করিয়া নামাজ শেষ করিয়া দিয়াছে (ঙ) এক ব্যক্তি তিন সিজদা করিয়াছে (চ) এক ব্যক্তি আউজু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ না পড়িয়া নামাজ শেষ করিয়াছে (ছ) এক ব্যক্তি রুকু ও সিজদার তাসবীহগুলি পাঠ করে নাই (জ) এক ব্যক্তি জোরে কিরাতের স্থলে আস্তে কিরাত করিয়া ফেলিয়াছে (ঝ) এক ব্যক্তি আস্তে পড়িবার স্থলে জোরে কিরাত করিয়াছে (ঞ) এক ব্যক্তি প্রথম বৈঠকে 'আত্তাহিয়াতু' পাঠ করিবার পরে 'আল্লাহুম্মা' বলিয়া ফেলিয়াছে (ট) এক ব্যক্তি আত্তাহিয়াতু এর পরে 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদ' পর্যন্ত পড়িয়া ফেলিয়াছে। এই লোকগুলির নামাজের অবস্থা কি হইবে, তাহা আমাকে বোখারী থেকে কিংবা কোন হাদীসের কিতাব থেকে দেখাইয়া দিন? বাস্তবে এই প্রকার শত রকমের ভুল হইয়া থাকে। দেখিবেন, কোন জবাব আসিবে না। কাহারো বোখারী থেকে কিংবা কোন হাদীসের কিতাব থেকে জবাব দেওয়া সম্ভব হইবে না। কিন্তু আল হামদু লিল্লাহ! হানাফীগণ ফিকহের কিতাব থেকে এই প্রকার হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হইবেন। আপনি ছোট একটি ফিকহের কিতাব - 'কানুনে শরীয়ত' হাতে নিয়া দেখিবেন যে, সেখানে সমস্ত প্রশ্নের জবাব মৌজুদ রহিয়াছে। এইজন্য বলিয়াছি যে, মাযহাব মানিয়া চলা ফরজ। অন্যথায় ইসলামী জীবন যাপন অসম্ভব হইয়া যাইবে। সুতরাং হানাফী মাযহাবের উপরে যাহাদের অভক্তি আসিয়া গিয়াছে তাহাদের অবিলম্বে তওবা করিয়া নেওয়া জরুরী।

ওহাবীরা অতীতে কি করিয়াছে এবং বর্তমানে কি করিতে চাহিতেছে! তাহারা (১) পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফকে জোরপূর্বক দখল করিয়া নিয়াছে (২) তাহারা নিজদিগকে হাম্বালী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। অথচ তাহারা হাম্বালী নয়, বরং চার মাযহাবের বাহিরে (৩) তাহারা বিশ্ব মুসলিমকে মুশরিক ধারনা করিয়াছে (৪) তাহারা আহলে সুন্নাতকে হত্যা করা হালাল জানিয়াছে (৫) সুন্নী উলামাদিগকে হত্য করিয়াছে (৬) মক্কা মুয়াজ্জামা ও মদীনা মুনাওয়ারার মহিলাদের সহিত জোরপূর্বক জেনা করিয়াছে (৭) সুন্নী মুসলমানদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে (৮) মসজিদে নবূবীর সমস্ত আসবার ও মূল্যবান জিনিষগুলি তুলিয়া নিয়া নজদে নিয়া গিয়াছে (৯) সমস্ত সাহাবায় কিরাম ও আহলে বায়েতদিগের পবিত্র কবরগুলি ভাঙিয়া মাটি সমতল করিয়া দিয়াছে (১০) হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র রওজা শরীফকে শেষ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করিয়াছে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহাদের চক্রান্ত থেকে হিফাজত করিয়া নিয়াছেন (১১) মা আমিনার ঘর, যেখানে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিলাদাত হইয়াছে, তাহা ভাঙিয়া দিয়াছে (১২) সাহাবায় কিরামদিগের বহু মসজিদকে ভাঙিয়া দিয়াছে। আরব শরীফে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ও সাহাবায় কিরাম দিগের কোন স্মৃতি রাখে নাই।

বর্তমানে তাহারা (১) দুনিয়ার সমস্ত আউলিয়ায় কিরামদিগের মাজারগুলি ভাঙিয়া দেওয়ার পক্ষে রহিয়াছে

 pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) রাজতন্ত্রের ন্যায় একটি যঘন্ন বিদয়াতকে বহাল রাখিবার চেষ্টায় রহিয়াছে (৩) সারা দুনিয়াকে ওহাবী বানাইবার চেষ্টা করিতেছে (৪) আমেরিকার হাজার হাজার সৈন্যকে জামাই আদরে পুষিয়া চলিতেছে (৫) রাজ পরিবার যত রকমের নোংরা কাজে লিপ্ত রহিয়াছে (৬) শরীয়তকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের সুবিধা মত নামাজ, রোজা ও হজ পালন করাইতেছে (৭) বিশ্ব হাজীদের নিকট থেকে অবৈধ ভাবে টাকা সঞ্চয় করিতেছে (৮) সেখানকার আলেম ও তালিবুল ইল্মদিগকে রিয়ালে মুড়াইয়া তাহাদের জবান দিয়া বিশ্ব মুসলিমদের উপরে শির্ক ও বিদয়াতের বোঝা চাপাইয়া দিতে ব্যস্ত রাখিয়াছে (৯) বিশ্ব মুসলিমকে বাধ্যতামূলক তাহাদের পিছনে নামাজ পড়াইতেছে (১০) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া আমেরিকার সাহায্যে বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে (১১) বায়তুল মুকাদ্দাসকে ইহুদীদের হাতে তুলিয়া দিতে চাহিতেছে (১২) ফিলিস্তিনীদের উপরে ইজরাঈলী আক্রমনের বিপক্ষে সারা দুনিয়া ধিক্কার দিয়া চলিয়াছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহারা নীরব রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে বুঝিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন। (ক্রমশ ....)

ফিৎরার পরিমান

'সায়া' একটি আরবী মাপের নাম। যাহার পরিমান সাত শত কুড়ি (৭২০) মিসকাল জব হইবে। এক মিসকালের সমান সাড়ে চার মাসা (৪) হয়। এখন এক 'সায়া' এর সমান তিন হাজার দুই শত চল্লিশ (৩২৪০) মাশা হইল। যেহেতু বারো মাশাতে এক তোলা হয়। এখন এক 'সা' এর সমান তিন হাজার দুই শত চল্লিশ মাশা অর্থাৎ দুই শত সত্তর (২৭০) তোলা। আবার যেহেতু চাঁদির এক টাকার সমান সওয়া এগারো (১১) মাশা হয়। এখন তিন হাজার দুই শত চল্লিশ (৩২৪০) মাশার সমান দুই শত অষ্টআশি (২৮৮) চাঁদির টাকার সমান হইল। এইবার অর্ধ 'সায়া' এর সমান হইল এক শত চুয়াল্লিশ (১৪৪) চাঁদির টাকার সমান। যেহেতু গম যব অপেক্ষা ভারি হয়, সেহেতু যে পাত্রে চাঁদির একশত চুয়াল্লিশ টাকার সমান যব আসিবে, যদি ঐ পাত্রে গম ওজন করা হয়, তাহা হইলে একশত চুয়াল্লিশ টাকার বেশি গম চলিয়া আসিবে। ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৭ শে রমজান ১৩২৭ হিজরীতে ওজন করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে পাত্রে একশত চুয়াল্লিশ টাকার পরিমান যব আসিয়াছে। সেই পাত্রে একশত পঁচাত্তর টাকা আট আনার সমান গম আসিয়াছে। অতএব, 'সাদকায় ফিতর' এর পরিমান হইল চাঁদির একশত পঁচাত্তর টাকা আট আনার ওঝনের সমান গম। যাহা আগেকার ইংরেজি সের এর ওজনে দুই সের তিন ছটাক আট আনার সমান ছিল। কারণ, ইংরেজী সের চাঁদির আশি টাকার সমান ছিল অর্থাৎ পঁচাত্তর তোলা। বর্তমান কিলোর মাপে অর্ধ 'সায়া' এর সমান হইবে প্রায় দুই কিলো সাতচল্লিশ গ্রামের মত। অতএব, এই পরিমানে ফিতরা আদায় করিলে কোন সময় কম হইবার সম্ভবনা থাকিবে না। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া, আনওয়ারুল হাদীস)

তাফসীরে নূরুল ইরফান

অবিলম্বে সংগ্রহ করিবেন 'তাফসীরে নূরুল ইরফান'। ইহা দুই খণ্ডে সমাপ্ত। লেখক হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমাদ ইয়ার খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান। এই তাফসীরটি রহিয়াছে 'কানযুল ঈমান' এর সঙ্গে। কোরয়ান শরীফের সর্বাধিক নিখুঁত অনুবাদ হইল কানযুল ঈমান। যাইহোক, 'তাফসীরে নূরুল ইরফান' হাতে রাখিলে শত শত সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইবেন। বর্তমানে বদ মাযহাবের লোকেরা যে সমস্ত গোমরাহী প্রশ্ন করতঃ সুন্নীদিগকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেগুলির অকাট্য জবাব পাওয়া যাইবে এই তাফসীরের মধ্যে। ২০/২৫ কিলোমিটারের মধ্যে মানুষ কোন জায়গায় তাফসীরটি না পাইলে আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দশটি নাম্বার মনে রাখিবেন

(১) আপনি মাষ্টার, ডাক্তার হইলেও একজন সাধারণ মানুষ। সাবধান! কখনই কোন হাদীসের কিতাব থেকে বিশেষ করিয়া বোখারী শরীফ থেকে সরাসরি মসলা বাহির করিতে যাইবেন না। এই কথা না মানিলে আপনি গোমরাহ হইয়া যাইবেন। কারণ, বোখারী কিংবা কোন হাদীসের কিতাব আইন বুক নয়। আপনার দৈনন্দিন জীবনে নামাজ রোজা ইত্যাদি বিষয়ে যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে সবই পাইবেন ফিকহের কিতাবে। কারণ, ফিকহের কিতাবগুলি হইল আইন বুক। সুতরাং বাহারে শরীয়ত, কানুনে শরীয়ত ও ফাতাওয়ায় আলামগিরী অবশ্যই ঘরে রাখিবার চেষ্টা করিবেন। ফিকহের কিতাবে গোমরাহ হইবেন না। বর্তমানে ফাতাওয়ায় আলামগিরী ও বাহারে শরীয়ত বাংলা হইয়া গিয়াছে।

(২) প্রতিটি ইমামের জন্য একান্ত উচিত, 'জায়াল হক' কিতাবখানা হাতে রাখিয়া দেওয়া। বক্তাগণ যেখানেই যাইবেন সেখানে নিজেদের সময়ের একাংশে কয়েকটি হাদীস একান্তভাবে শুনাইয়া দিবেন যে, নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠাইতে হইবে, নাভির নিচে হাত বাঁধিতে হইবে, রাফয়ে ইয়াদাইন করিতে হইবে না, ইমামের পশ্চাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা নাজায়েজ। প্রতিটি কথার স্বপক্ষে দুই তিনটি করিয়া হাদীস শুনাইয়া দিতে হইবে। অনুরূপ প্রতিটি ইমাম জুময়ার বক্তৃতায় 'জায়াল হক' থেকে নামাজের মসলা সম্পর্কে কমপক্ষে দুই তিনটি করিয়া হাদীস শুনাইয়া দিবেন। আরো লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নতুন ভাবে কোন মুসাল্লী নামাজে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া নাভির উপরে হাত বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে কিনা। যদি দুই একজনকে এইরূপ করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সবার সামনে তাহাকে প্রতিবাদ করতঃ 'জায়াল হক' খুলিয়া হাদীসগুলি দেখাইয়া দিবেন। জায়াল হকের একটি বাংলা সেট মসজিদে অবশ্যই রাখিয়া দিবেন।

(৩) একজন মৌলবী সাহেব তাহার দেহকে চেক করাইবার জন্য একজন ডাক্তারের দ্বারস্থ হইবেন, বাড়ি বানাইবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারের কাছে প্ল্যান নিতে যাইবেন, মামলা মুকাদ্দামার জন্য উকিলের পরামর্শ নিবেন। এই কাজগুলি নিজে নিজে করিবার চেষ্টা করিলে ভুলের শেষ থাকিবে না। বর্তমানে অধিকাংশ মাষ্টার, ডাক্তার, লয়ার ও ইঞ্জিনিয়ার এই ভুলের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন। তাহারা নিজদিগকে বড় বড় মৌলবী মাওলানা মনে করিতেছেন। তাহারা বাংলায় বোখারী কিনিয়া নিজে নিজে মসলা বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে তাহারা গোমরাহ হইতেছেন।

(৪) বর্তমানে যে জিনিষগুলি সুন্নীয়াতের আলামাত হইয়া গিয়াছে সেগুলি বাস্তব করিয়া ফেলিবেন। যেমন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র নাম শুনিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন দেওয়া, তাকবীরের সময়ে বসিয়া থাকা, আজান ও নামাজের মাঝখানে সলাত পাঠ করা, প্রতিটি মসজিদে ফজরের নামাজের পরে ও জুময়ার নামাজের পরে সালাম পাঠ করা, দাফনের পরে আজান দেওয়া, নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠানো, নাভির নীচে হাত বাঁধা, রাফয়ে ইয়াদাইন না করা, ইমামের পশ্চাতে সূরাহ ফাতিহা না পড়া, আমীন আস্তে বলা ইত্যাদি। এই জিনিষগুলির প্রত্যেকটির পিছনে আকাট্য দলীল রহিয়াছে।

(৫) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন যুগের মুজাদ্দিদ ও শরীয়তের সাগর মহাসাগর এবং তরীকাত ও মারেফাতের ময়দান। তাঁহারই দ্বারায় আল্লাহ তায়ালা সমস্ত বাতিলের চিত্রকে উলঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। আজ তাঁহাকে যাহারা মানিয়া থাকে তাহারাই হইল সুন্নী। আর যাহারা তাঁহাকে সমালোচনা করিয়া থাকে তাহারা ইহুদী অথবা ওহাবী। এই ওহাবী সম্প্রদায় তাঁহাকে বিদয়াতী বলিয়া অপপ্রচার করিয়া থাকে। অথচ তিনি ছিলেন বিদয়াতের মূল উৎপাটনকারী। ওহাবীরা তাঁহাকে কবরপূজক বলিয়া অপ প্রচার করিয়া থাকে। অথচ তিনি এই কথার ধারে কাছে ছিলেন না। তাঁহার ফতওয়া হইল কবর সিজদা করা হারাম। ইবাদাতের নিয়াতে কবর সিজদা শির্ক। কবরে চুম্বন না দেওয়াই উত্তম। দুরে দাঁড়াইয়া আদবের সহিত যিয়ারত করিবে। সুবহানাল্লাহ! ইহার পরেও তিনি কবর পূজক? আল হামদু লিল্লাহ আজ তাঁহার রওজা পাক ভারতের দ্বিতীয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

বৃহত্তম মুসলিম সমাবেশস্থল হইয়া রহিয়াছে।

(৬) ওহাবী দেওবন্দীদের মাকতাব মাদ্রাসায় বাচ্চাকে পড়িতে দেওয়া হারাম। তাহাদের মাদ্রাসায় দান খয়রাত করা হারাম। যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি দান করিলে যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি আদায় হইবে না। আহলে সুন্নাতের শত শত মাকতাব মাদ্রাসা রহিয়াছে। বড় বড় মাদ্রাসা রহিয়াছে। কেবল আপনার যোগাযোগের অভাব। বর্তমানে কোলকাতার আলিয়া বোর্ডের অধীনে পশ্চিম বাংলায় যতগুলি মাদ্রাসা রহিয়াছে সেগুলি আর দ্বীনী মাদ্রাসা বলিয়া গন্য নয়। এই মাদ্রাসাগুলি থেকে আর আলেম তৈরি হইয়া থাকে না।

(৭) মাযহাব ত্যাগ করাই হইল এক রকম ইসলাম ত্যাগ করিবার নামান্তর। আজ যাহারা হানাফী মাযহাব ত্যাগ করতঃ ওহাবী হইতেছে, কাল তাহারা সহজে কাদিয়ানী কিংবা খৃষ্টান হইয়া যাইবে। সুতরাং যে সমস্ত হানাফী ইদানিং নামাজে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইয়া নাভির উপরে হাত বাঁধিতেছে, রাফয়ে ইয়াদাইন করিতেছে, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিতেছে, কুড়ি রাকয়াতের পরিবর্তে আট রাকয়াত তারাবীহ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহাদের তওবা করতঃ পূর্বের ন্যায় সমস্ত কাজ করা জরুরী।

(৮) বর্তমানে আরব শরীফের রাজ পরিবার হইল আসলেই ইহুদী। যেহেতু আব্দুল ওহাব নজদী সংগ্রাম করতঃ দেশকে জয় করতঃ রাজ কায়েম করিয়াছে। এই কারণে ইহারা দুনিয়ার কাছে ওহাবী বলিয়া পরিচিত। ইহারা আরব শরীফে রাজতন্ত্র বহাল রাখিয়া চলিয়াছে। সেখানকার সমস্ত মাযহাবকে খতম করিয়া দিয়াছে। এই অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জবান খোলা আপনার ঈমানী দায়িত্ব।

(৯) বর্তমানে ইন্টারনেট হইল গোমরাহীর একটি বড় মাধ্যম। যাহাদের সঠিক ভাবে পেশাব পায়খানা করিবার জ্ঞান নাই, যাহাদের পোযাক পরিচ্ছদে ইসলামের কোন চিহ্ন নাই, নামধাম জিজ্ঞাসা করিবার পরে মুসলমান কিনা জানিতে পারা যায়, এই রকম শ্রেণীর মানুষ ইন্টারনেটের পিছনে পড়িয়া বড় বড় ইমামদিগের সম্পর্কে বিরুপ মন্তব্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আমার স্নেহের তরুণ যুবক ও শ্রোদ্ধেয় শিক্ষিত সমাজ! কখনই নেট থেকে কিছু দেখিয়া নিজেরা রায় কায়েম করিবেন না। এলাকায়ী কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের নিকট থেকে অবশ্যই যাচাই করিয়া নিবেন। অন্যথায় আপনি কেবল নিজে গোমরাহ হইবেন না, বরং গোমারাহকারী হইয়া যাইবেন।

(১০) সামনে আসিতেছে বারই রবীউল আওয়াল। এখন থেকে প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন। প্রতিটি এলাকায় জুলূস বাহির করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে গ্রামে গ্রামে নয়, বরং কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া পার্শ্ববর্তী কোন টাউন বাজারে বাহির করিতে হইবে। তবে এলাকার উপরে প্রভাব পড়িবে। বাতিল ফিরকার কথায় কান দিবেন না। কারণ, আপনারা তো প্রতি বৎসর দেখিতেছেন যে, ১৫ ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন কি প্রকারে পতাকা উঠানো হইয়া থাকে। এই পতাকার তো কেহ বিরোধীতা করিয়া থাকে না। যাহারা নবী দিবসের পতাকার বিরোধীতা করিয়া থাকে তাহারা কিসের মুসলমান! খবরদার! কাহারো কথায় কান না দিয়া নবী দিবসের পতাকা ও জুলূস অবশ্যই করিবেন।

আমার স্নেহের তরুণ যুবক

আমি দেখিতেছি, তোমরা দিনের পর দিন গোমরাহীর শিকার হইয়া যাইতেছো। ইহার একটি বিশেষ কারণ হইল যে, তোমরা যে পরিবেশে মানুষ হইতেছো সেই পরিবেশে ইসলামী চর্চা এবং মাযহাব ও মিল্লাতের কথা খুবই কম। সব সময়ে সামনে রহিয়াছে গান বাজনা রঙ তামাশা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে হঠাৎ করিয়া তোমাদের সামনে টেলিভিশনের পর্দায় চলিয়া আসিয়াছে জাকির নায়েক নামের এক গোমরাহ - পথভ্রষ্ট মানুযের মুখ। এইখানে তোমাদের গতি একটু থামিয়া গিয়াছে। তোমরা কিছু জানিতে না। এখন কিন্তু তোমাদের মধ্যে যেন একটু ইসলামি চর্চার প্রেরণা চলিয়া আসিয়াছে। জাকির নায়েক যেন তোমাদের কাছে সবচাইতে বড় ধর্মগুরু। তাহার নিকট থেকে যাহা কিছু শুনিতেছো তাহা তোমাদের কাছে যেন হইতেছে ইসলামের শেষ কথা। তোমাদের কাছে তোমাদের সমাজের আলেম

pdf By Syed Mostafa Sakib

উলামার যেন কোন মূল্যই নাই। এতদিন পর্যন্ত যাহা দেখিয়াছো, যাহা করিয়াছো সবই যেন তোমাদের কাছে ভুল আর ভুল। তোমরা মনে করিতেছো যে, এতদিনে আমরা সঠিক ইসলাম পাইয়া সঠিক মুসলমান হইয়াছি। তোমাদের এই ধারনা যে, কত বড় গোমরাহী তাহা তোমাদের কে বুঝাইবে! তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছো যে, তোমাদের দ্বারায় সমাজে কত অশান্তি আসিয়া গিয়াছে! প্রায় প্রতিটি গ্রামে তোমাদের মতো দুই চারজন তরুণ যুবকের দ্বারায় দেশবাসী ব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রামের সবাই একই নিয়মে নামাজ পড়িতেছে। হঠাৎ তোমরা দুই তিনজন যুবক বিপরীত নিয়ম আরম্ভ করিয়া দিয়াছো। কেহ প্রশ্ন করিলে তোমরা পাল্টা নতুন নতুন প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিতেছো। ফলে মানুষ বিরাট বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। এই বিভ্রান্তির অবসান কবে কিভাবে ঘটিবে! আমি তোমাদের কাছে আন্তরিক ভাবে অনুরোধ করিয়া বলিতেছি, ইসলামপুর থেকে ২৫/৩০ কিলোমিটারের মধ্যে সমস্ত তরুণ যুবকদের সহিত আমি দুই একবার বৈঠক করিতে চাহিতেছি। এক দিনে নয়, এক সঙ্গে নয়, বরং বারে বারে আমাদের মধ্যে বৈঠক হউক। যদি আল্লাহর অয়াস্তে মন নরম করিয়া কমপক্ষে একবার আমার বাড়িতে আসিতে পারো, তাহা হইলে আমি যাহার পরনয় খুশি হইবো এবং আমাদের বৈঠকে আমরা সমস্ত বিষয়ে একমত না হইতে পারিলেও আমাদের মধ্যে অনেক ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিবে অবশ্যই। আমার কয়েকটি শর্ত - (ক) আসিবার দুই চারদিন আগে যোগাযোগ করিতে হইবে (খ) কমপক্ষে দশজনের একটি গ্রুপ হইতে হইবে (গ) যাহারা আসিবে তাহারা যেন ভিন্ন মতাবলম্বী না হইয়া থাকে (ঘ) আলোচনা ভিন্ন ধর্মের উপরে হইবে না। (ঙ) আলোচনা হইবে মাযহাব ভিত্তিক। শেষে একটি কথা বলিতেছি, গুরুজনেরা যেন তরুণ যুবকদিগকে আমার নিকটে আসিবার প্রেরণা প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রতি শুক্রবার কিতাবী তা'লীম

২০০০ সাল থেকে নিয়মিত ভাবে আমার ইসলামপুরের বাড়িতে কিতাবী তা'লীমের ব্যবস্থা রহিয়াছে। জুময়ার নামাজের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলিতে থাকে তা'লীমের কাজ। ২৫/৩০ কিলোমিটার দুর থেকে সর্বশ্রেণীর মানুষ এই মজলিসে অংশ নিয়া থাকে। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেওয়া হইয়া থাকে। বর্তমানে প্রায় গ্রামে অশান্তি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যেখানে হঠাৎ করিয়া দুই চারজন মানুষ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা না পড়িলে নামাজ হইবে না, নাভির নিচে হাত বাঁধা সঠিক নয়, বরং বুকের উপরে হাত বাঁধিতে হইবে, নামাজের পরে দোয়া করিবার প্রয়োজন নাই, মাথায় টুপী দিয়া নামাজ পড়া জরুরী নয় ইত্যাদি। বিশেষ করিয়া তারাবীহের নামাজ নিয়া খুবই হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে যে, আট রাকয়াত তারাবীহ পড়িতে হইবে। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামের কিছু মানুষকে সঙ্গে নিয়া আমার কিতাবী তা'লীমে একবার উপস্থিত হইয়া যান। ইনশা আল্লাহ বহু সমস্যা সমাধান হইয়া যাইবে।

বর্তমান শতাব্দির মুজাদ্দিদ

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন খাতিমুল আম্বিয়া। তাঁহার পর কিয়ামাত পর্যন্ত কোন নতুন নবী আসিবে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে একজন করিয়া মুজাদ্দিদ প্রেরণ করিবেন। যেমন আবু দাউদ শরীফের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রতি একশত বৎসরের মাথায় এই উম্মাতের জন্য একজনকে প্রেরন করিবেন, যিনি উম্মাতের দ্বীনকে নতুন করিয়া দিবেন।

বর্তমান হাদীস পাককে সামনে রাখিয়া উলামায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলাম মুজাদ্দিদের একটি তালিকা তৈরি করিয়াছেন। যেমন প্রথম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হজরত উমার ইবনু আব্দুল আজীজ, দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম শাফয়ী, তৃতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কাজী আবুল আব্বাস ইবনু শারীহ শাফয়ী, চতুর্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আবু বাকার ইবনু বাকেলানী, পঞ্চম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কাজী ফখরুদ্দীন হানাফী, ষষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম তাকীউদ্দীন ইবনু দাকীক, অষ্টম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম যায়নুদ্দীন ইরাকী, নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম জালালুদ্দীন সীয়ূতী, দশম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম শিহাবুদ্দীন রামলী, একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে রব্বানী হজরত শায়েখ আহমাদ সারহিন্দী, দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ শাহানাশাহে হিন্দুস্তান আবুল মুজাফ্ফর মুহিউদ্দীন আওরঙ্গ জেব আলামগীর, তের শতাব্দীর মুজাদ্দিদ শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী, চৌদ্দ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান। বর্তমান শতাব্দির মুজাদ্দিদ মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ আল্লামা মোস্তফা রেজা খান বেরেলী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান। প্রকাশ থাকে যে, মুজাদ্দিদের যে তালিকা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে আরো কয়েক জনের নাম যোগ করা হইয়াছে। উলামায় ইসলাম তাহাদের তাজদিদী কাজের উপরে লক্ষ করিয়া সৌজন্যমূলক মুজাদ্দিদের তালিকা ভুক্ত করিয়াছেন কিন্তু আসল মুজাদ্দিদ হইবেন একজন। কারণ, হাদীস পাকে 'মান' শব্দ আসিয়াছে অর্থাৎ একজন। যদি এই 'মান' শব্দটির অর্থ 'একাধিক' নেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক শতাব্দীতে একাধিক মুজাদ্দিদ হইতে পারে। আরো প্রকাশ থাকে যে, মুজাদ্দিদের তালিকায় কোন বাঙালীর নাম নাই। বর্তমানে মানুষ নিজেদের খেয়াল খুশিমত যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মুজাদ্দিদ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একবার দরবারে খাজা ও রেজা

আটশত বৎসর থেকে আজমির শরীফ সারা দুনিয়ার কাছে বিখ্যাত। ইহার পিছনে একমাত্র কারণ হইল যে, সেখানে শুইয়া রহিয়াছেন সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী রহমা তুল্লাহি আলাইহি। বর্তমান ভারতের সবচাইতে বড় রূহানী দরবার হইল আজমির শরীফ। ইহার পরে সব চাইতে বড় দরবার হইল বেরেলী শরীফ। এখানে আরাম করিতেছেন ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান। বর্তমানে বেরেলী শরীফ হইল ইল্ম, আমল ও আকীদার মারকায। জীবনে কমপক্ষে একবার দুই দরবারে হাজিরী দিয়া দিবেন।

বর্তমানে খাজা আজমিরী রহমা তুল্লাহি আলাইহির দরবার একেবারে আম হইয়া গিয়াছে। মুসলিমও অমুসলিম সর্বজাতের মানুষ অবাধে নিজেদের ইচ্ছামত সেখানে হাজিরী দিয়া থাকেন। আবার কোন প্রকার বাধা নাই নারী ও পুরুষের যাতায়াত। ইহার পরে সব সময়ে ঢোল ও হারমনিয়ামের সহিত কাওয়ালী শুনিবার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। তাই বলিয়া কি এই দরবারে হাজিরী দেওয়া কোন পাপের কাজ হইবে! না, কখনোই নয়। অবশ্য অবশ্যই রূহানী; ফায়েজ হাসেল করিবার জন্য এই পবিত্র স্থানে হাজিরী দিতে হইবে। কেহ তো জোর করিয়া আপনাকে কাওয়ালীর মজলিসে বসাইবে না। ইবাদাত, উপাসনা, জিকির আজকার করিবার জন্য ব্যবস্থাপনায় তো কোন প্রকার কমি নাই। মাজার শরীফের আশে পাশে তো তিন চারটি মসজিদ রহিয়াছে। ঘড়ি ঘন্টা ধরিয়া জামায়াতের সহিত নামাজ হইতেছে। সব সময়ের জন্য কুলখানী ও কোরয়ানখানী হইতেছে। শত শত আলেম ও অবেদগন নিয়মের মধ্যে চলাফেরা করিতেছেন। কেহ তো কাহারো বাধা দিয়া থাকে না যে, কেন নামাজ পড়িতেছেন? কেন কুলখানী ও কোরয়ানখানী করিতেছেন? তবে আপনার আপত্তি কোথায়? খবরদার! কাহারো কথায় কান দিবেন না। যেগুলি আপনার নজরে খারাপ সেগুলির দিকে আপনার লক্ষ করিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। কেহ মসজিদে পায়খানা করিয়া ফেলিলে মসজিদ তো ত্যাগ করা যাইবে না। নাকে মাছি বসিলে তো নাক কাটিয়া দিতে হইবে না। মাছি সরাইতে হইবে এবং পায়খানা পরিস্কার করিবার

 pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আউলিয়ায় কিরামদিগের দরবারে হাজিরী দেওয়ার মধ্যে উপকারিতা হইল রূহানী ফায়েজ হাসেল হইবার সাথে সাথে ইবাদাত বেশি কবুল হইয়া থাকে। এইজন্য প্রায় পয়গম্বর ও অলীদিগের রওজা পাকের পাশে মসজিদ করা হইয়া থাকে। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাক থেকে আরম্ভ করিয়া সারা দুনিয়ায় প্রায় প্রত্যেক রওজার আশে পাশে মসজিদ রহিয়াছে। কেবল ইহাই নয় বরং ওলীদিগের দরবারে দুনিয়ার বহু ওলীদিগের আগমন হইয়া থাকে। ফলে সহজে সবার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ হইয়া যায়। তাহাদের নিকট থেকে দোয়া চাহিবার ও তাহাদের দ্বারায় দোয়া করাইবার সুযোগ হইয়া থাকে। নিজের বাড়িতে কোন ওলী ও পীর বুজর্গদিগকে পাওয়া খুবই কঠিন। আপনার এক সফরে শত বুজর্গের সহিত সাক্ষাত হইয়া যাইবে ইনশা আল্লাহ তায়ালা।

আজমির শরীফের আগে অথবা পরে একবার বেরেলী শরীফে হাজিরী দিয়া দেখুন। এখানকার রঙ সম্পূর্ণ পৃথক। আজমিরী রঙ আলাদা, বেরেলীর রঙ আলাদা। আজমির শরীফে ইল্মের রঙ নাই। বেরেলী শরীফে রহিয়াছে ইল্মের রঙ। হাজার হাজার আলেম উলামা ও তালেব তুলাবাদের ভিড়। ছোট বড় ডজনাধিক মাকতাব মাদ্রাসা। বিশেষ করিয়া 'জামিয়াতুর রেজা'। যাহা চোখে না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না। এখানে পাইবেন বুজর্গদিগের অনেকগুলি খানকা। হাজার হাজার মানুষ দেশ বিদেশ থেকে আসিয়া এই খানকায়ী বুজর্গদিগের নিকট থেকে রূহানী ফায়েজ নিয়া যাইতেছেন। আর রেজা মসজিদের পাশে জামানার মুজাদ্দিদ, কমবেশি হাজার কিতাবের লেখক ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদয়ান নিজের দুই পুত্র হুজ্জাতুল ইসলাম হামিদ রেজা খান ও মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ মোস্তফা রেজা খান এবং আরো কয়েক জন খাস আত্মীয় স্বজনকে কাছে নিয়া একসঙ্গে আরাম করিতেছেন, আপনি এক সঙ্গে এই বুজর্গদিগের রওজা পাকগুলি যিয়ারত করিয়া বাহির হইতে পারিবেন। আবার প্রতি বৎসর সফর মাসের তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ তারিখে আ'লা হজরতের উরূস শরীফ কায়েম হইয়া থাকে। এই উরূস শরীফে লাখ লাখ মানুষের সমাগম হইয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আলেম উলামা ও সাধারণ মানুষের সমাগম হইয়া থাকে। বেরেলী শরীফের বর্তমান গদ্দীনশীন হইলেন তাজুশ শরীয়াহ আল্লামা আখতার রেজা খান আজহারী সাহেব কিবলা। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ও বেরেলী শরীফের সমস্ত শায়েখ মাশায়েখগনের দীর্ঘায়ু করতঃ দ্বীনের খিদমাত করিবার তাওফীক দিয়া থাকেন। কোন সময়ে বেরেলী শরীফে হাজিরী দেওয়ার সৌভাগ্য হইলে 'ইমাম আহমাদ রেজা এক্যাডেমি'তে অবশ্যই যাইবেন। সেখানে দেখিতে পাইবেন বিশাল কুতুবখানা ও আ'লা হজরতের হস্ত লিখিত বহু কিতাব।

বসিয়া তাকবীর শোনা জরুরী

যে মসলায় মতভেদ রহিয়াছে সে মসলায় সবাইকে একমতে নিয়ে আসা কঠিন। কিন্তু যে মসলায় কোন মতভেদ নাই, সে মসলায় জোর করিয়া মতভেদ করিতে যাওয়া অন্যায়। তাকবীরের সময়ে বসিয়া থাকা এমনই একটি মসলা যে, ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই। কোন ইমাম তাকবীরের শুরুতে দাঁড়াইবার পক্ষে নয়। সুতরাং এই প্রকার মসলায় মানুষের জিদ করিয়া তাকবীর আরম্ভ হইবার আগে কিংবা তাকবীর শুরু হইবার সাথে সাথে দাঁড়াইয়া যাওয়া গোমরাহী। কিছু সাধারণ মানুষ ও সেই সঙ্গে কিছু আলেমও তাকবীর শুরু হইবার সাথে সাথে এই বলিয়া দাঁড়াইয়া যায় যে, লাইন সোজা করা জরুরী। জাহেলেরা জানে না যে, ইমামগন কি ইহা বুঝিতেন না। তাঁহারা সবাই বসিয়া তাকবীর শুনিবার স্বপক্ষে একমত হইয়াছেন কেন! ইহা থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, লাইন সোজা করা যেমন জরুরী, তেমন তাকবীরের সময়ে বসিয়া থাকাও জরুরী। সুতরাং বসিয়া তাকবীর শুনিতে হইবে এবং তাকবীর আরম্ভ হইবার পূর্বে অথবা তাকবীর শেষ হইয়া যাইবার পরে যতক্ষণ প্রয়োজন লাইন সোজা করিয়া নিবে।

 pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহাতে দুইটি জরুরী জিনিষের উপরে আমল হইয়া যাইবে। কেহ দুনিয়ার একখানা কিতাবে দেখাইতে পারিবে না যে, লাইন সোজা করিবার জন্য তাকবীর শুরু হইবার সাথে সাথে দাঁড়াইয়া যাইতে হইবে। তাকবীরের শুরুতে দাঁড়াইয়া যাওয়া হাদীসের খেলাফ। হানাফীদের নিকটে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলিবার সময়ে মুক্তাদীগণ দাঁড়াইয়া যাইবে। হাম্বালীদের নিকটে 'ক্বাদকামাতিল সলাহ' বলিবার সময়ে মুক্তাদীগণ উঠিবে যদি ইমাম দাঁড়াইয়া যায় তবেই। অন্যথায় ইমামের দাঁড়াইবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। শাফয়ীদের নিকটে তাকবীর শেষ হইয়া যাইবার পরে মুক্তাদীদের দাঁড়াইয়া যাওয়া সুন্নাত। মালেকীদের নিকটে তাকবীরের মাঝখানে কিংবা তাকবীরের শেষে যতক্ষণ ইচ্ছা বিলম্ব করিয়া দাঁড়াইতে পারে। (কিতাবুল ফিক্হ ৩৯৭ পৃষ্ঠা)

আগামী দিনে কাদিয়ানি ও খৃষ্টান

হায়! মুসলিম সমাজের অধঃপতন। ইসলামি কালচার না থাকিবার কারণে মুসলিম সমাজের অবস্থা হইয়া গিয়াছে গাছের শুকনো পাতার ন্যায়। গাছের যে পাতাগুলি শুকাইয়া যায় সেগুলির সহিত গাছের জোরালো সম্পর্ক থাকে না। কেবল গাছের সহিত লাগিয়া থাকে মাত্র। সামান্য ঝড় বাতাসে ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া যায়। আজ হাজার হাজার তরুন যুবক, ডাক্তার ও মাষ্টার, লয়ার ও ইঞ্জিনিয়ার মুসলিম সমাজে শুকনো পাতার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। ইসলামকে যথার্থভাবে জানিবার ও মানিবার মানসিকতা তাহাদের মধ্যে নাই। ইহারা বাতিলের হাওয়ায় যে কোন মুহূর্তে ইসলামচ্যুত হইয়া যাইবে। ইহার বাস্তব নমূনা হইল হানাফী মাযহাবের মানুষ। বারো শত বৎসর থেকে আজ পর্যন্ত অখণ্ড ভারত হানাফী দেশ। একমাত্র কেরাল ছাড়া এই দেশে অন্য কোন মাযহাবের মানুষ ছিল না। কিন্তু মানুষ নামে মাত্র মাযহাবের উপরে কায়েম ছিল। ছিল না মানুষের মধ্যে কোন মাযহাবী চর্চা। হঠাৎ টেলিভিশনের পরদায় জাকির নায়েকের মুখ প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার মানুষ না জাকির নায়েক কে যাঁচাই করিয়াছে যে, লোকটি কে এবং না তাহার কথাকে যাঁচাই করিয়াছে যে, সে যাহা বলিতেছে তাহা কতদূর সত্য? বিনা যাঁচাইয়ে একটি গোমরাহ - পথভ্রষ্ট মানুষের কিছু ভুয়ো ও ভিত্তিহীন কথার উপরে নির্ভর করতঃ নিজেদের অকাট্য ও সুদৃঢ় মজবূত মাযহাবকে ত্যাগ করিয়া বসিয়াছে। কোন মাষ্টার, ডাক্তার একদিনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের সহিত যোগাযোগ করে নাই যে, নায়েক সাহেব যে কথাগুলি বলিতেছে সেগুলির সত্যতা কতদূর? আমরাতো কোন সময়ে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করি নাই, রাফয়ে ইয়াদাইন করি নাই, মহিলাদের মত বুকের উপরে হাত বাঁধি নাই ইত্যাদি; কিন্তু আজ তাহার কাছ থেকে এইগুলির বিপরীত শুনিতে পাইতেছি। এই প্রকার প্রশ্ন করিলে নিশ্চয় মাষ্টার ও ডাক্তার সাহেব গোমরাহ পথের পথিক হইত না। তবে আজ যাহারা জাকির নায়েকের গোমরাহী বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে না, কাল তাহারা কাদিয়ানী ও খৃষ্টান হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কেবল সময়ের অপেক্ষা। যখন কোন কাদিয়ানী কাফেরের কিংবা কোন খৃষ্টান মোশরেকের মুখ টি.ভি. চ্যানেলে দেখা যাইবে তখন এই সমস্ত ডাক্তার ও মাষ্টার কাদিয়ানী ও খৃষ্টান হইয়া যাইবে। সেদিন আসিতে আর বেশি দিন বাকী নাই।

বোখারী পড়িয়া গোমরাহ হইতেছেন?

আপনি তো একজন সাধারণ মানুষ। আপনি কোন স্কুল কলেজের ছাত্র হইতে পারেন কিংবা কোন ডাক্তার মাষ্টার হইতে পারেন, তবুও আপনি একজন সাধারণ মানুষ। আপনার পেশা আলাদা। সরাসরি কোরয়ান হাদীস থেকে মসলা বাহির করিবার যোগ্যতা আপনার নাই। আপনি কোন্ সাহসে বাংলায় বোখারী পড়িয়া তাহা থেকে মসলা বাহির করিতে যাইতেছেন? আপনার সাহস বলিহারী! একজন মৌলবী মানুষ দশ বারো বৎসর আরবী লাইনে পড়াশোনা

 pdf By Syed Mostafa Sakib

করিবার পরে বোখারী শরীফের মুখ দেখিয়াছেন। একজন সুদক্ষ শায়েখের নিকট থেকে বোখারী শরীফ অধ্যায়ন করিয়াছেন। বোখারীর এক এক হাদীসের উপরে কখনো দুই তিন ঘন্টা মুহাদ্দিসের মুখ থেকে ব্যাখ্যা শুনিয়াছেন। তবু কোন মৌলবী সাহেবের সরাসরি বোখারী শরীফ থেকে মসলা বাহির করিবার অধিকার নাই। কারণ, সাধারণ মৌলবী সাহেবদের জন্য ফিকাহ শাস্ত্র হইল মসলা ভাণ্ডার। সরাসরি হাদীস থেকে মসলা বাহির করিবেন মুজতাহিদগন। মুজতাহিদ কাহাকে বলা হইয়া থাকে তাহা না মাষ্টার সাহেব অবগত, না ডাক্তার সাহেব অবগত। কেবল মাষ্টার ও ডাক্তার সাহেব নয়, বরং আরো সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ শওক করিয়া বোখারী কিনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। পেশাব পায়খানা করিবার সিস্টেম জানা নাই, আবার বোখারী হাতে নিয়া মৌলবীদের সহিত টক্কর। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! এই লোকগুলি কেবল নিজেরা গোমরাহ নয়, বরং এক একজন শত মানুষের জন্য গোমরাহকারী।

সাধারণ মানুষ কেবল এতটুকু করিতে পারে যে, মহা সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া উপরের দৃশ্য দেখিবে। সাগরে ঝাঁপ দিয়া মুক্তা তুলিবার চেষ্টা করিলে প্রাণ যাইবে। সমুদ্রগর্ভে যাওয়া তো ডুবুরির কাজ। অনুরূপ সাধারণ মানুষ ইচ্ছা করিলে কেবল কোরয়ান হাদীসের বঙ্গানুবাদ দেখিতে পারে। মসলা বাহির করিবার চেষ্টা করিলে ঈমান হারাইবে। মানুষ প্রাণের ভয় করিতেছে কিন্তু ঈমানের ভয় করিতেছে না। এই মুহূর্তে আমার পরামর্শ হইল যে, বোখারী শরীফ কিনিবার সাথে সাথে বাহারে শরীয়ত অবশ্যই কিনিবেন। আর যদি বাংলায় আলামগিরী কিনিয়া নিতে পারেন, তাহা হইলে মাশা আল্লাহ ইসলামী জীবন যাপনের জন্য প্রশস্ত পথ পাইয়া যাইবেন। তবুও সব সময়ে আলেমদের মুখাপেক্ষি হইয়া থাকিতে হইবে।

ইসলামপুরে বিক্ষোভ মিছিল

সারা দুনিয়া জানিয়া গিয়াছে যে, ফিলিস্তানী মুসলিমদের উপরে বর্বর ইহুদীদের আক্রমণ চলিতেছে। সারা দুনিয়া তাহাদের ধিক্কার জানাইতেছে। কেবল একটি মাত্র মুসলিম দেশ - বর্তমান সৌদী আরব কোন প্রকার মুখ খোলে নাই, বরং ইজরাঈলের পক্ষে। যাইহোক, আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রে ইজরাঈলের বিপক্ষে মিছিল মিটিং হইতেছে। গত বারই আগষ্ট মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর টাউনে রেজা দারুল ইফতা সোসাইটির ডাকে ও এম. এস. ও. এর পরিচলনায় একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হইয়া ছিল। এই মিছিলে প্রায় শতাধিক আলেম ও কিছু কম বেশি এক হাজার মানুষ অংশ নিয়াছিলেন। আমার সুন্নী ভাইদের বলিতেছি, যদি আপনারা কোন দিন মিছিল মিটিং করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আলোচনায় ও শ্লোগানে তিনটি দেশের কথা অবশ্যই উল্লেখ করিবেন - আমেরিকা, ইজরাঈল ও সৌদী। আমেরিকা হইল বিশ্ব শয়তান। ইজরাঈল হইল তাহার পালক পুত্র। সৌদী হইল শয়তানের গোলাম। বর্তমান সৌদীর রাজ পরিবার আসলে ইহুদী। ইহারা ওহাবী বলিয়া আমাদের কাছে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা কাবা শরীফকে যেমন জবর দখল করিয়া রহিয়াছে তেমন ইহারা চাহিতেছে বায়তুল মুকাদ্দাস ইহুদীদের হাতে চলিয়া যাক। ইহারা জোর পূর্বক আরব শরীফে রাজতন্ত্র কায়েম রাখিয়াছে, যাহা হইল একটি যঘন্য বিদয়াত। এই বিদয়াত যতক্ষণ পর্যন্ত খতম না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে আহলে সুন্নাতের স্বাধীনতা কায়েম হইবে না।

এক নজরে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম বোখারী

ইমাম আবু হানীফা কোন্ পর্যায়ের আলেম ছিলেন তাহা সাধারণ মানুষকে বুঝানো সহজে সম্ভব নয়। কেবল এতটুকু বলিয়া বুঝাইতে পারিবো যে, ইমাম আবু হানীফার পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তাঁহার সম পর্যায় কোন আলেম পয়দা হয় নাই। এই কথাটি সহজে বুঝাইবার জন্য বলিতেছি, যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ইমাম বোখারীর মত আলেম বর্তমান বিশ্বে কতজন রহিয়াছেন? ইহার সুনিশ্চিত উত্তর আসিবে - একজন আলেম নাই। অথচ বর্তমান বিশ্বে হাজার

হাজার আলেম রহিয়াছেন। বিশ্বে বহু বড় বড় আলেম থাকা সত্ত্বেও যদি একজন আলেম ইমাম বোখারীর সমপর্যায় না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইমাম বোখারীর উস্তাদগন কোন্ পর্যায়ের আলেম হইবেন! সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! ইমাম বোখারীকে যদি না ওজন করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার উস্তাদগণকে কেমন করিয়া ওজন করা সম্ভব হইবে! এইবার কান খুলিয়া শুনিয়া নিন, ইমাম বোখারীর সমস্ত উস্তাদগণের উস্তাদ হইতেছেন ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এইবার ইমাম আবু হানীফা কোন্ পর্যায়ের আলেম ছিলেন তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এইবার লক্ষ করুণ ইমাম বোখারী কতদিক দিয়া ইমাম আবু হানীফার শাগরিদ -

(১)

ইমাম আবু হানীফা (উস্তাদ)
↓
আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারক (শিষ্য)
↓
এহিয়া ইবনো মুঈন (শিষ্য)
↓
ইমাম বোখারী (শিষ্য)

(২)

ইমাম আবু হানীফা (উস্তাদ)
↓
আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারক (শিষ্য)
↓
আব্দুল্লহ ইবনো মোহাম্মাদ ইবনো আবীশায়বা (শিষ্য)
↓
ইমাম বোখারী (শিষ্য)

(৩)

ইমাম আবু হানীফা (উস্তাদ)
↓
ইয়াযিদ ইবনো যুরায়ে (শিষ্য)
↓
ইবরাহীম ইবনো মুসা (শিষ্য)
↓
ইমাম বোখারী (শিষ্য)

(৪)

ইমাম আবু হানীফা (উস্তাদ)
↓
হাশীম ইবনো বাশীর (শিষ্য)
↓
আমর ইবনো যুরারাহ (শিষ্য)
↓
ইমাম বোখারী (শিষ্য)

(৫)

ইমাম আবু হানীফা (উস্তাদ)
↓
আব্বাদ ইবনো আওয়াম (শিষ্য)
↓
আব্দা ইবনো ইয়াকুব (শিষ্য)
↓
ইমাম বোখারী (শিষ্য)

(৬)

ইমাম আবু হানীফা (উস্তাদ)
↓
অকী ইবনো জার্রাহ (শিষ্য)
↓
ইয়াহিয়া ইবনো মুঈন (শিষ্য)
↓
ইমাম বোখারী (শিষ্য)

(৭)

ইমাম আবু হানীফা (উস্তাদ)
↓
অকী ইবনো জার্রাহ (শিষ্য)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল (শিষ্য)
↓
ইমাম বোখারী (শিষ্য)

(৮)
ইমাম আবু হানীফা (উস্তাদ)
↓
ইয়াজিদ ইবনো হারুন (শিষ্য)
↓
ইয়াকুব ইবনো ইবরাহীম (শিষ্য)
↓
ইমাম বোখারী (শিষ্য)

(৯)
ইমাম আবু হানীফা (উস্তাদ)
↓
আব্দুর রাজ্জাক (শিষ্য)
↓
মাহমুদ ইবনো গায়লান (শিষ্য)
↓
ইমাম বোখারী (শিষ্য)

(১০)
ইমাম আবু হানীফা (উস্তাদ)
↓
ইমাম মাক্কী ইবনো ইবরাহীম (শিষ্য)
↓
মোহাম্মাদ ইবনো মাসনা (শিষ্য)
↓
ইমাম বোখারী (শিষ্য)

রেজবী খাযানা

এখানে পাইবেন পাইকারী ও খুচরা আহলে সুন্নাতের প্রায় সমস্ত বই পুস্তক ও একশত টাকা থেকে এক হাজার টাকা দামের কোরয়ান শরীফ। বিশেষ করিয়া আমার লেখা বই পুস্তকগুলির উপরে বিশেষ ছাড় দিয়া বিক্রয় করা হইয়া থাকে। বই পুস্তক ছাড়াও পাইবেন আতর গোলাপ থেকে আরম্ভ করিয়া টুপী, তাসবীহ ও মহিলাদিগের জন্য বোরকা ইত্যাদি। তবে আমার সুন্নী ভাইদের কাছে বিশেষ ভাবে আবেদন করিবো যে, আমার লেখা নিম্নের কিতাবগুলি সংগ্রহ করতঃ ব্যাপক প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। যেমন - (১) মোসনাদে ইমাম আ'যম। ইহার মধ্যে পাইবে ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত পাঁচশত তেইশটি হাদীস (২) মোসনাদে ইমাম আবু হানীফা। ইহার মধ্যে পাইবেন ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত এমন একশত চারটি হাদীস যেগুলির মধ্যে যোলটি হাদীস তিনি সরাসরি সাহাবায় কিরামগণের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আরো চল্লিশটি সুনায়ী ও আরো চল্লিশটি সোলাসী হাদীস। সুনায়ী সেই হাদীসকে বলা হয় যে, ইমাম আবু হানীফা ও হুজূর পাকের মাঝখানে মাত্র দুইজন বর্ণনাকারী। সুলাসী বলা হয়, সেই হাদীসকে যাহাতে ইমাম আবু হানীফা ও হুজূর পাকের মাঝখানে মাত্র তিনজন বর্ণনাকারী (৩) সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা। এই নামাজ শিক্ষাটি প্রতিটি সুন্নী বাড়িতে থাকিবার একান্ত প্রয়োজন। (৪) নফল ও নিয়াত এবং নামাজের নিয়াতনামা। এই ছোট ছোট বই দুইখানা প্রতিটি বাড়িতে রাখা জরুরী। এইবার প্রতিটি মসজিদে রাখিবার জন্য নিম্নের কিতাবগুলি অতি জরুরী। যেমন - (১) কানযুল ঈমান (২) নুরুল ইরফান (৩) বাহারে শরীয়ন (৪) কানুনে শরীয়ত (৫) ফায়যানে সুন্নাত ইত্যাদি। খবরদার! ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামীর বই পুস্তক না বাড়িতে রাখিবেন, না মসজিদ ও মাদ্রাসায় রাখিবেন। প্রসঙ্গ তঃ বলিতেছি, তাজকিরাতুল আউলিয়া নকল হইয়া গিয়াছে। খুব সাবধানে হাত দিবেন। আসল 'তাজকিরাতুল আউলিয়া' হইল ফরীদুদ্দীন আত্তার রহমা তুল্লাহি আলাইহির লেখা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই কিতাবকে নকল করিয়া দিয়াছে বাংলাদেশের বেঈমান আবু জাফর। সুতরাং সূচীপত্রটি দেখিবেন। যদি আশরাফ আলী থানুবী, হাজী শরীয়াতুল্লাহ ও মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের নাম থাকে, তাহা হইলে খবরদার কিনিবেন না।

ফাতাওয়া বিভাগ

(১) মোবারক কারীম, রতুয়া, মালদা। সোনা ও চাঁদীর অলংকারের যাকাত কখন দিতে হইবে? কেবল এক ভরি সোনা থাকিলে যাকাত দিতে হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। সোনা ও চাঁদির পূর্ণ নিসাব থাকিলে তবে যাকাত ফরজ হইয়া থাকে। সোনার নিসাব হইল সাত ভরি। চাঁদির নিসাব হইল সাড়ে বাহান্ন ভরি। এই নিসাবের কম থাকিলে যাকাত লাগিবে না। অবশ্য যাহার কাছে সোনা ও চাঁদি দুইই রহিয়াছে কিন্তু কোনটির পূর্ণ নিসাব নাই। এই অবস্থায় যদি দুইটি মিলাইয়া একটির নিসাব পরিমাণ হইয়া যায়, তাহা হইলে যাকাত দিতে হইবে। যেমন কাহার নিকটে চার ভরি সোনা রহিয়াছে এবং চার ভরি চাঁদি রহিয়াছে। এখন এই দুইটির মূল্য যোগ করিলে যদি সাড়ে বাহান্ন ভরি চাঁদির পরিমান হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাকাত দিতে হইবে। যাকাতের পরিমান হইল প্রতি শতকে আড়াই টাকা। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২) আকলিমা বেগম, বারমাসী, মুর্শিদাবাদ। আমার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। আমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িতে পারিব কিনা? অনেকে বলিতেছে, কম বয়সে তাহাজ্জুদ পড়া চলিবে না। যদি কোন দিন ঘুম না ভাঙিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাজ্জুদ পরের দিন পড়িয়া দিলে হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। তাহাজ্জুদ পড়িবার জন্য কোন নির্ধারিত বয়স নাই। জোয়ানী কালের ইবাদাত অতি উত্তম। কাহারো কথায় কান না দিয়া তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িতে থাকিবে। যদি কোন দিন সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাজা আদায় করিতে হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩) মাওলানা রুহুল আমীন, দাঁড়াকাটি, মুর্শিদাবাদ। একজন মহিলা জানিতে চাহিতেছে যে, ঔষধ খাইয়া মাসিক বন্ধ রাখিয়া রোজাগুলি করিয়া নিবে। অন্যথায় চার পাঁচটি রোজা কাজা হইয়া যাইবে। ইহা কি জায়েজ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ঔষধ খাইয়া মাসিক বন্ধ রাখিয়া রোজাগুলি করিয়া নেওয়া নাজায়েজ হইবে না। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া রোজা ভাঙা পড়িয়া গেলেও কোন দোষ নাই। ঔষধের দ্বারা বন্ধ রাখা যদি দৈহিক কোন ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঔষধ ব্যবহার করা জায়েজ হইবে না। কারণ, শরীয়তের দেওয়া সুযোগ গ্রহন করা উত্তম। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪) হাফিজুল ইসলাম, বাজিতপুর, মুর্শিদাবাদ। আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব বলিয়াছেন, যাহারা ই'তেকাফে থাকিবেন তাহারা হাত উঠাইয়া দিন। এই প্রকার বলা কি ইমাম সাহেবের কোন অপরাধ হইয়াছে? অনেকে বলিতেছে, ই'তেকাফ একটি গোপন ইবাদাত। ইমাম সাহেব তাহা বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ই'তেকাফ কোন গোপন ইবাদাত নয়। ই'তেকাফের জন্য ইমাম সাহেব যে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহা তাহার আদৌ ভুল হয় নাই। এই প্রকার ছোটো-খাটো বিষয় নিয়া ইমাম ও মুক্তাদীদের মধ্যে মতভেদ করা ঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৫) মাষ্টার মুফীজুদ্দীন সাহেব, মহারাজপুর, মালদা। অন্য গ্রামের কোন মানুষকে কিছু টাকা পয়সা দিয়া ই'তেকাফে বসাইলে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে আদায় হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। দেশের মানুষ হউক অথবা বিদেশের মানুষ হউক, মসজিদে ই'তেকাফ করিলে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আদায় হইয়া যাইবে। যখন গ্রামবাসীরা সমস্ত রকম দায়িত্ব বহন করতঃ বিদেশী মানুষকে ই'তেকাফ করিবার জন্য মসজিদে বসাইতেছে তখন তাহাদের সবার পক্ষ থেকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কিফাইয়া আদায় হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৬) গোলাম হোসেন, শামসী, মালদা। ইকামাতের পরে ইমাম সাহেব নামাজ আরম্ভ না করিয়া লাইন সোজা করিবার কাজে ব্যস্ত থাকেন। ইহাতে কিছু মানুষের আপত্তি যে, নামাজ আরম্ভ করিতে বিলম্ব করিয়া থাকেন কেন! ইমাম সাহেব কি ভুল করিয়া থাকেন?

উত্তর ঃ– আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। লাইন সোজা করতঃ নামাজ আরম্ভ করা জরুরী। ইমাম সাহেব সঠিক কাজ করিয়া থাকেন। সম্ভব হইলে ইকামাতের পূর্বে লাইন সোজা করিয়া নিবে। অন্যথায় ইকামাতের পরে যতক্ষণ না লাইন সোজা করা শেষ হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইমাম সাহেব বিলম্ব করিতে পারিবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৭) মঈনুদ্দীন, মাদাপুর, মুর্শিদাবাদ। একদিন ই'তেকাফ করিলে গ্রামের পক্ষ থেকে আদায় হইয়া যাইবে কিনা?

উত্তর ঃ– আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। রমযান মাসের শেষ দশদিন ই'তেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কিফাইয়া। এই ই'তেকাফ কমপক্ষে একজন না করিলে সমস্ত গ্রামবাসী গোনাহ্গার হইয়া যাইবে। একদিন ই'তেকাফ করিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৮) সুলতান আহমাদ, নাটনা, নদীয়া। আমাদের দেশের গায়ের মুকাল্লিদ - ফারাজী সম্প্রদায় শাফয়ী কিনা এবং ইমাম শাফয়ীর নিকটে আট রাকয়াত তারাবীহ কিনা?

উত্তর ঃ– আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। গায়ের মুকাল্লিদ - ফারাজী সম্প্রদায় শাফয়ী নয়। ইহারা হইল গোমরাহ - পথভ্রষ্ট ওহাবী। ইহারা চার মাযহাবের বাহিরে গোমরাহী পথের পথিক। ইমাম শাফয়ীর নিকটে তারাবীহ কুড়ি রাকয়াত। আট রাকয়াত তারাবীহ গোমরাহ সম্প্রদায়ের অভিমত। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৯) আকবার আলী, সুন্দরপুর, মুর্শিদাবাদ। এ বৎসর আমাদের ঈদের নামাজ বিনা মাইকে হইয়াছে। ইহা ঠিক হইয়াছে, না মাইকে নামাজ হইলে ঠিক হইতো?

উত্তর ঃ– আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। উলামায় কিরাম এখনো পর্যন্ত মাইকে নামাজ না পড়িবার পক্ষে। মুক্তাদীদের চরম চাপ থাকিলে যদি মাইকে নামাজ পড়ানো হইয়া থাকে, তাহ হইলে অবশ্যই মুকাব্বির রাখিতে হইবে। বিনা মাইকে নামাজ পড়ানোই সঠিক। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১০) ডাক্তার আব্দুস সালাম, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ। মসজিদ থেকে কয়েক শত মিটার দূরে একটি বাড়িতে মহিলাগণ মসজিদের ইমামের সহিত ঈদের নামাজ পড়িয়াছে। ইমামের আওয়াজ তাহাদিগকে বক্সের মাধ্যমে শোনানো হইয়াছে। এই নামাজ হইয়াছে কিনা?

উত্তর ঃ– আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। প্রথম কথা হইল যে, মহিলাদের উপরে ঈদ, বকরা ঈদ, জুময়া ও জামায়াত কিছুই নাই। যেখানে কিছুই নাই সেখানে সব কিছু করিতে যাওয়াই ভুল। দ্বিতীয় কথা হইল যে, মসজিদ থেকে দূরে থাকিয়া বক্স বা মাইকের মাধ্যমে ইমামের আওয়াজ শুনিয়া ইমামের সহিত নামাজ আদায় করিলে নামাজ হইবে না। অন্যথায় যান্ত্রিক কোন ব্যবস্থায় দুর দেশের কোন ইমামের সহিত নামাজ পড়া জায়েজ হইয়া যাইবে। ইহাতো কখনোই জায়েজ নয়। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১১) আব্দুস সোবহান, হরীনখোলা, হুগলী। হুজুর! আমি কর্ণাটক থেকে বলিতেছি। আমরা এখানে অনেক বাঙালী থাকি। আপনার একখানা বই আমার নিকটে রহিয়াছে - তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য। এই বইখানা আমি আমার সঙ্গীদের পড়িয়া শুনাইয়া থাকি। আবার অনেক সময়ে অনেক কিছু আমাদের মধ্যে আলোচনা হইয়া থাকে। কোন প্রসঙ্গে দেওবন্দীদের কথা উঠিয়া গেলে তাহাদের কাফের হইবার ফতওয়াটি সবাই এই বলিয়া অমান্য করিতেছে যে, আমরা সবাই আদম সন্তান। সুতরাং কোন মানুষ কোন মানুষকে কাফের বলিতে পারে না। যেহেতু হুগলী জেলায় আমাদের এলাকার প্রায় সমস্ত মানুষ ফুরফুরা পন্থী। আমার সঙ্গীরাও ফুরফুরা পন্থী। তাহাদের দাবী যে, আমাদের হুজূরগণ কাহার কাফের বলিয়া যান নাই এবং বর্তমানে সাহেবজাদাগণ কাহার কাফের বলিয়া থাকেন না। আমি আপনার নিকটে জানিতে চাহিতেছি যে, ফুরফুরার দাদা হুজূরের লিখিত কোন কিতাবে কিংবা বড় হুজূর, মেজ হুজূরের কোন লিখিত কিতাবে কাহার কাফের বলা হইয়াছে কিনা? জানা থাকিলে অবশ্যই জানাইবেন। এইবার আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন যে, মানুষকে কাফের বলা যাইবে কিনা?

 pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ফুরফুরা পন্থীদের দাদা হুজূর আবু বাকার সিদ্দিকী সাহেবের লেখনীর ময়দান শূন্য। তিনি এক কলমকিছু লিখিয়া যাই নাই। অনুরূপ তাহার বড় সাহেবজাদা আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবও কিছু লিখিয়া যান নাই। তবে আব্দুল সিদ্দিকী সাহেবের একটি বক্তৃতাকে ফুরফুরা পন্থীরা তাহাদের কাগজ কলমে খুব প্রচার করিয়াছে। সে বক্তৃতার মধ্যে বলা হইয়াছে - ওহাবী দেওবন্দীরা কাফের, কাফের, কাফের। যেমন - 'ওয়াজে বে নযীর' ৩২ পৃষ্ঠায় ও 'মোজাদ্দিদ' পত্রিকায় এবং আরো কিছু বিজ্ঞাপনে আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের এই বক্তৃতাটি প্রচার করা হইয়াছে। অনুরূপ তাহাদের মেজ হুজূর আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব ১৯৭৫ সালে ফুরফুরার ইসালে সওয়াবের দ্বিতীয় দিনে ফজরের নামাজের পরে আহলে হাদীসদের বদ আকীদাহ সম্পর্কে প্রায় তিন ঘন্টার মতো বক্তৃতা দিয়া শেষে শত শত মানুষের সামনে তাহাদিগকে তিনবার কাফের কাফের কাফের বলিয়া ছিলেন।

অকারণে কাহারো কাফের বলা কেবল নাজায়েজ নয়, বরং কুফরী। কিন্তু কোন মানুষ যদি শরীয়তের কোন মৌলিক জিনিষকে অমান্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে হইবে কাফের। এই ব্যক্তিকে কাফের বলিতে সন্দেহ করাও কুফরী। যেমন কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে যাহারা কাফের না বলিয়া থাকে, তাহারাও কাফের। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষেই কাফের হইয়াছে। কোন কুকুর কাফের হয় নাই। আল্লাহ তায়ালা বুঝিবার বোধ দিয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১২) আবুল কাসেম, দেবগ্রাম, নদীয়া। একটি ছেলের বয়স বারো তেরো বৎসর। সে যদি আজান দিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই আজানে নামাজ হইবে, না পুনরায় আজান দিতে হইবে? দয়া করিয়া কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করিবেন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। বর্তমানে বারো তেরো বৎসরের ছেলে সাধারণতঃ বালেগ হইয়া যায়। যদি বালেগ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় বালেগ হইবার খুব কাছাকাছির বয়স। সুতরাং তাহার আজান দেওয়া জায়েজ। তাহার আজানের পরে পুনরায় আজান দেওয়ার আদৌ প্রয়োজন নাই। (দুর্রে মুখতার) আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৩) আখতার খান, শ্রীরামপুর, মুর্শিদাবাদ। হুজূর! মোবাইলের দোকান করা যাইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। কেবল মোবাইলের ব্যবসা নাজায়েজ নয়। তবে মোবাইলে গান বাজনা ও নোংরা ছবি ভরিয়া দেওয়া নাজায়েজ। আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা।

(১৪) শহীদুল ইসলাম, মেকলীগঞ্জ, কুচবিহার। একজন অমুসলিম স্বেচ্ছায় মুসলমানদের ঈদ্‌গাহ ইট দিয়া ঘিরিয়া দিতে চাহিতেছে। ইহা গ্রহন করিলে সেখানে নামাজ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ঈদগাহের পাঁচিলের সঙ্গে ঈদের নামাজের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং কোন অমুসলিম যদি ঈদগাহ ঘিরিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে সেখানে নামাজ পড়ায় কোন দোষ হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৫) হাফেজ সাঈদুর রহমান, দরং, আসাম। একজন লোক রাগ করিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছে - এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছি। অবশ্য তাহার স্ত্রী তাহার তালাক দেওয়া শোনে নাই। এই তালাক হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। তালাক দেওয়ার জন্য স্ত্রীকে শোনানো বা স্ত্রীর শোনা শর্ত নয়। তালাকদাতা যদি তালাক দেওয়ার কথা স্বীকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তালাক হইয়া যাইবে। লোকটির স্ত্রীর উপরে তিন তালাক হইয়া গিয়াছে। বিনা হালালায় স্ত্রীকে গ্রহন করা হারাম হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৬) মাওলানা আব্দুর রহমান, কুচবিহার। একটি ছেলে উকিলের নিকটে বলিয়াছে যে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিবো। অতঃপর সে উকিলের সাদা কাগজে সই করিয়া দিয়াছে। উকিল কাগজে তিন তালাকের কথা লিখিয়া দিয়াছে। এখন কয় তালাক হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। উকিলের কাগজ তৈরি হইবার পরে যদি সেই কাগজটি ছেলেটিকে পড়িয়া শোনাইয়া দিয়া থাকে কিংবা ছেলেটি নিজে পড়িয়া নিয়া

 pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকে, তাহা হইলে তিন তালাকই হইয়া যাইবে। আর যদি এইরূপ হইয়া থাকে যে, ছেলেটি কসম করিয়া বলিতে পারে যে, তালাক কথা বলিবার সময়ে তিন তালাক দেওয়ার নিয়াত ছিল না এবং না সে নিজে উকিলের লেখা কাগজটি পড়িয়াছে, না উকিল তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে, তাহা হইলে কেবল এক তালাক হইবে। আল্লাহ তায়াল সর্বজ্ঞ।

(১৭) শামসুল আলাম, নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগনা। জাকির নায়েক কি হানাফী আলেম? অনেকেই জাকির নায়েকের কথায় পড়িয়া গিয়া বহু পুরাতন মসলা মাসায়েল ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে গ্রামে নিজেদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হইতেছে। কি করা যায় পরামর্শ দিলে উপকৃত হইব।
উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। জাকির নায়েক হানাফী আলেম নয়, বরং মূলত কোনো আলেম নয়। জাহেল লোকেরা তাহাকে একজন বড় মাপের আলেম মনে করিয়া থাকে মাত্র। আসলে জাকির নায়েক একজন গোমরাহ - পথভ্রষ্ট লা মাযহাবী মানুষ। সুন্নী মুসলমানদের জন্য জাকির নায়েক হইল একটি বিপদের কারণ। এই মুহূর্তে তাহার সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ে জানিবার জন্য আমার লেখা - 'গোমরাহ জাকির নায়েক' পাঠ করিবার প্রয়োজন। এখন আমার পরামর্শ হইল যে, যেহেতু জাকির নায়েকের দ্বারায় আহলে হাদীসদের গোমরাহী কথাগুলি সমাজে ব্যাপক থেকে ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে কয়েকটি বই পুস্তক প্রতিটি মসজিদে রাখিয়া তালিমের ব্যবস্থা করা জরুরী। যেমন - জায়ালা হক। লেখক মুফতী আহমাদ ইয়ার খান। বাহারে শরীয়ত, লেখক সাদরুশ শরীয়াহ আল্লামা আমজাদ আলী। আমার লেখা বই পুস্তকের একটি সেট। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৮) মাওলানা ফিরোজ আলাম রেজবী, কুলী আঞ্জুমান, মুর্শিদাবাদ। এক ব্যক্তি তাহার শাশুড়ির সহিত ঝগড়া করিবার সময়ে বলিয়াছে, তোমার বেটিকে তালাক দিয়া দিলাম। এই কথায় তাহার স্ত্রীর উপরে তালাক হইবে কিনা? আর যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার নাম ধাম না নিয়া কেবল বলিয়া থাকে - তালাক তালাক তালাক, তাহা হইলে তালাক হইবে কিন? উত্তর আপনার নিকট থেকে শোনাই উদ্দেশ্য।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। প্রকাশ থাকে যে, তালাক হইবার জন্য সম্বোধন থাকা শর্ত। যেহেতু - 'তোমার বেটিকে তালাক দিয়া দিলাম' বলিয়াছে। এই কারণে স্ত্রীর দিকে সম্বোধন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তালাক হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি স্ত্রীর দিকে কোন প্রকার সম্বোধন না করিয়া কেবল তালাক তালাক তালাক বলিবে তাহার স্ত্রীর প্রতি তালাক হইবে না। অবশ্য এই ক্ষেত্রে তাহাকে কসম করিয়া বলিতে হইবে যে, তালাক শব্দ বলিবার সময়ে আমার স্ত্রীর দিকে কোন প্রকার সম্বোধন ছিল না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৯) আনওয়ার হোসেন, শ্রীরামপুর, বীরভূম। একটি ছেলে তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছে, ঘর থেকে বাহির হইলে তিন তালাক হইবে। মেয়েটি ঘর থেকে বাহির হইয়াছে। এখন মেয়েটি বলিতেছে, তালাক বলে নাই কিন্তু ছেলেটি বলিতেছে, তালাকের কথা বলিয়াছি। ইহার ফায়সালা কি হইবে?
উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। তালাকের ব্যাপারে স্ত্রীর কথা গ্রহনযোগ্য নয়। স্বামীর কথা গ্রহনযোগ্য। যেহেতু ছেলেটি তালাকের কথা স্বীকার করিতেছে এবং তাহার স্ত্রী অবাধ্য হইয়া ঘর থেকে বাহিরে গিয়াছে। অতএব তিন তালাক হইয়া স্ত্রী হারাম হইয়া গিয়াছে। এখন বিনা হালালায় স্ত্রীকে গ্রহন করা হালাল হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২০) আলকামা, দিনহাটা, কুচবিহার। ছেলে মেয়ে কত বৎসর বয়সে বালেগ বলিয়া গন্য হইবে?
উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ইমাম আবু হানীফার নিকটে ছেলের বয়স আঠারো বৎসর হইলে বলেগ বলিয়া গন্য হইয়া যাইবে। ইহার পূর্বে কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ হইলে বালেগ বলিয়া গন্য হইবে। যেমন স্বপ্নদোষ হইলে কিংবা সঙ্গম করিলে বীর্যপাত হইলে কিংবা তাহার সহবাসে কোন মহিলা গর্ভবতী হইলে বালেগ বলিয়া গন্য হইয়া যাইবে। অনুরূপ ইমাম আবু হানীফার নিকটে মেয়ের বয়স সতেরো হইলে বালেগা বলিয়া গন্য হইয়া যাইবে। ইহার পূর্বে মাসিক হইলে কিংবা গর্ভবতী হইলে বালেগা বলিয়া গন্য হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২১) মিন্টু সেখ, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ। আমরা নামাজে যে নিয়াত করিয়া থাকি - নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া...... এই নিয়াত সম্পর্কে আমার এক বন্ধু বার বার বলিতেছে, ইহা হাদীস কোরয়ানে কোন জায়গায় নাই। এই জন্য আপনার শরনাপন্ন হইয়াছি। আপনি যাহা বলিবার বলিয়া দিন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। সবার সহিত বন্ধুত্ব করা জায়েজ নয়। খুব বুঝিয়া বন্ধুত্ব করিবার প্রয়োজন। অন্যথায় গোমরাহ হইতে হইবে। আপনার বন্ধুর কথায় বুঝা যাইতেছে যে, সে একজন ওহাবী তথা কথিত আহলে হাদীসের লোক। ইহারা গোমরাহ - পথভ্রষ্ট সন্দেহ নাই। তাহাকে বলিবেন, বোখারী শরীফের শুরুতে নিয়াতের কথা বলা হইয়াছে। অতএব, প্রতিটি কাজের জন্য নিয়াত জরুরী। এইবার প্রশ্ন যে, এই নিয়াত আন্তরিক না মৌখিক। এই স্থলে উলামায় ইসলাম বলিয়াছেন, আন্তরিক নিয়াত ফরজ এবং মৌখিক নিয়াত মুস্তাহাব। কারণ, আন্তরিক নিয়াতের সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করিলে মুখ ও মন একই হইয়া যায়। তারগীর ও তারহীবের মধ্যে একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার জবান ও অন্তর এক নয় সে মুমিন নয়। এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে, মুখে আরবী থেকে না বলিয়া বাংলায় উচ্চারণ করিলে হইবে কিনা? অবশ্যই হইবে কিন্তু আরবীতে বলিলে মুসলিমদের ঘরে ঘরে আরবী ভাষার প্রচলন থাকিয়া যাইবে। আরবী ভাষাকে বাঁচাইয়া রাখা মুসলমানদের জন্য জরুরী। এই কারণে বিশ্ব মুসলিম আরবী ভাষায় নিয়াত করিয়া থাকেন। হানাফী মাযহাবের প্রায় প্রতিটি ফিকহের কিতাবে মৌখিক নিয়াতের কথা বলা হইয়াছে। বিশ্বে এমন কোন দেশ নাই যেখানে হানাফী মাযহাব নাই। সুতরাং বিশ্ব মুসলিমদের পথকে পরিত্যাগ করা গোমরাহীর কারণ। এখন আরো একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবায় কিরাম মৌখিক নিয়াত করিয়াছেন কিনা! ইহার উত্তরে বলিতেছি যে, যাহা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কিংবা সাহাবায় কিরাম করেন নাই তাহা নাজায়েজ হইবে এমন কথা তাঁহারা বলিয়া যান নাই বরং মিশকাত শরীফের মধ্যে একটি হাদীসে বলা হইয়াছে - ইসলামের মধ্যে কোন ভাল কাজের প্রচলন দিলে দুইটি সওয়াব পাইবে। নামাজের মৌখিক নিয়াত একটি ভাল কাজ। সুতরাং ইহা হইল হাদীস ভিত্তিক। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২২) আসগার আলী, শিলিগুড়ি। আপনার একখানা পত্রিকা পাইয়াছি - 'সুন্নী জাগরণ'। এই পত্রিকায় আপনি বহু প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। এই কারণে আপনার কাছে প্রশ্ন করিতেছি। বর্তমানে জাকির নায়েকের চ্যানেল থেকে মেয়েদের মসজিদে যাইবার একটি প্রেরণা পয়দা হইয়াছে। কোনো কিতাবে কি মহিলাদের মসজিদে গিয়া নামাজে সামিল হওয়া নিষেধ রহিয়াছে? দয়া করিয়া কমপক্ষে একটি কিতাবের নাম ও পৃষ্ঠা বলিয়া দিলে খুব উপকৃত হইব। আমার কাছে যে সমস্ত কিতাব রহিয়াছে তাহাতে আমার চোখে পড়ে নাই।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যেহেতু জাকির নায়েক একজন গোমরাহ তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষ। সে কেবল নিজে গোমরাহ নয়, বরং বড় গোমরাহকারী। দুঃখের বিষয় যে, হানাফী ঘরের হাজার হাজার মানুষ তাহার গোমরাহীতে পড়িয়া গিয়াছে। তবে ইদানিং সুন্নী উলামাদের ব্যাপক প্রচারে বহু মানুষ গোমরাহী থেকে তওবা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাইহোক, আপনি কুদুরী কিতাবের আরবী শারাহ 'আল জাওহারাতুন্ নাইয়ারাহ' প্রথম খণ্ড ৮৬ পৃষ্ঠায় নজর রাখিবেন। সেখানে পরিস্কার বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বর্তমান যুগে ব্যাপক নোংরামি প্রকাশ হইবার কারণে মহিলারা কোন নামাজে যাইতে পারিবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৩) রফীকুল ইসলাম, কাটাবেড়িয়া, মুর্শিদাবাদ। নামাজের পরে সমবেতভাবে দোয়া করা জায়েজ কিনা? কয়েকজন দেওবন্দী মৌলবী বলিতেছে, ইহা বিদয়াত। হাদীস কোরয়ানে ইহার কোন প্রমাণ নাই।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ফরজ নামাজের পরে সমবেতভাবে দোয়া করা কেবল জায়েজ নয়, বরং অতি উত্তম কাজ। কারণ, হাদীস পাকে বলা হইয়াছে দুইটি সময়ে দোয়া কবুল হইয়া থাকে। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে ও গভীর রাতে। (মিশকাত) এইজন্য বিশ্ব মুসলিম যুগ যুগ থেকে নামাজের পরে সমবেত ভাবে দোয়া করিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

আসিতেছে। এই দোয়াকে বিদয়াত বলাই হইল একটি বিদয়াত ও গোমরাহী। দেওবন্দী মৌলবীরা বিদয়াত, তাহাদের সমস্ত মাদ্রাসা মাকতাবগুলি বিদয়াত, তাহাদের সমস্ত পাঠ্য কিতাবগুলি বিদয়াত। এই বিদয়াত মৌলবীদের কথায় কান দেওয়া একটি বড় ধরনের ভুল। কারণ, কথায় কথায় বিদয়াত বলা এই গোমরাহ মৌলবীদের একটি রোগ হইয়া গিয়াছে। এইজন্য তাহারা এমন একটি কথা বলিতেছে যাহা দুনিয়ার একজন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ মানিয়া নিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বুঝিবার সামর্থ দান করিয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৪) মনীরুল শেখ, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ। আমাদের এখানে দুইটি মাইয়েত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের জানাজা একসঙ্গে পড়িতে হইবে, না আলাদা আলাদা পড়িতে হইবে? বুঝাইয়া দিন।

<u>উত্তর ঃ</u>- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। আলাদা আলাদা পড়িলে বেশি সওয়াব হইবে। এক সঙ্গে পড়া জায়েজ। একসঙ্গে পড়িলে নিয়াতে 'হাজা' বা 'হাজিহী' এর স্থলে 'হাউলাইল আমওয়াত' বলিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৫) হাবীবুর রহমান, কেশপুর, মেদিনীপুর। আপনার কোন একটি বইতে লিখিয়াছেন যে, আমাদের দেশে বন্ধক দেওয়া নেওয়ার যে রেওয়াজ রহিয়াছে তাহা জায়েজ নয়। জায়েজ হইবার জন্য একটি মাত্র উপায় রহিয়াছে যে, বন্ধক দেওয়া নেওয়ার সাথে সাথে একটি বিক্রয় কোবালা দলীল করিয়া দিতে হইবে যে, এতো বৎসরের মধ্যে যখনই টাকা পরিশোধ করিয়া দিবো, তখন জমি ফেরৎ দিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইল যে, এই প্রকার বিক্রয় কোবালাটি রেজিষ্টারী না করিয়া যদি সাদা কাগজে লেখালেখি করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে জায়েজ হইবে কিনা?

<u>উত্তর ঃ</u>- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। আগের যুগে মানুষের মধ্যে মুখে মুখে ক্রয় বিক্রয় হইতো। বর্তমানে মানুষ দলীলকে পর্যন্ত জাল করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই কারণে সাদা কাগজের উপরে লেখাপড়া করিবার কোন মূল্যই নাই। এই কারণে রেজিষ্টারী না করিলে জায়েজ হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৬) আহমাদুল্লাহ, বদরপুর, আসাম। হুজূর! বিভিন্ন কিতাবে তো বলা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন এক একজন মানুষ এক এক রকমের গতিতে পুলসিরাত পার হইবে। কেহ বিদ্যুৎ গতিতে, কেহ দ্রুতগামি ঘোড়ার গতিতে, কেহ হাওয়ার গতিতে পার হইবে। কিন্তু হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও আম্বিয়ায় কিরামগন কোন্ গতিতে পুল সিরাত পার হইবেন তাহা আমার নজরে পড়ে নাই। আশাকরি, আপনার নিকট থেকে উত্তর পাইবো?

<u>উত্তর ঃ</u>- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ময়দানে মাহশার থেকে জান্নাত পর্যন্ত পুলসিরাত কায়েম থাকিবে। পুল সিরাতের নিচে থাকিবে জাহান্নাম। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আদৌ পুল সিরাত পার হইবেন না। তাফসীরে নাঈমী ১৬তম খণ্ডে ৩৪৭ পৃষ্ঠায় তাফসীরে 'তানবীরুল মিক্‌ইয়াস' এর উদ্ধৃতিতে লিখিয়াছেন, আম্বিয়ায় কিরামগণ পুল সিরাত অতিক্রম করিবেন না। তাঁহাদের জান্নাতে প্রবেশ করিবার জন্য আলাদা সরকারী রাস্তা থাকিবে। সেই খোদায়ী রাস্তা দিয়া তাঁহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবেন। যখন মানুষ পুলসিরাত অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিবেন তখন সমস্ত আম্বিয়ায় কিরাম পুল সিরাতের প্রথম প্রান্তে দাঁড়াইয়া 'রাব্বিসাল্লিম, রাব্বি সাল্লিম' বলিয়া দোয়া করিতে থাকিবেন এবং হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পুল সিরাতের দ্বিতীয় প্রান্তে দাঁড়াইয়া দরবারে ইলাহীতে সাল্লিম সাল্লিম বলিয়া দোয়া করিতে থাকিবেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৭) মুয়াম্মার মোহাম্মাদ মোস্তফা, এশেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ। হুজূর! আল্লাহ তায়ালার নামের পরে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নাম নিতে হইবে এই প্রকার কি কোনো হাদীসে রহিয়াছে? একজন হাদীস দেখিতে চাহিতেছে।

<u>উত্তর ঃ</u>- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। কালেমাতে আল্লাহর নামের সঙ্গে হুজূর পাকের নাম, আজানে আল্লাহর নামের সঙ্গে হুজূর পাকের নাম, নামাজেও আল্লাহর নামের সঙ্গে হুজূর পাকের নাম। আর্শ, কুরসী, লওহ, কলম ও জান্নাতের সমস্ত বালাখানাতে হুজূর পাকের নাম রহিয়াছে

 pdf By Syed Mostafa Sakib

'খাসায়েসে কোবরা' কিতাবের প্রথম খণ্ডে ছয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, হজরত আদম আলাইহিস সালাম তাঁহার পুত্র শীসকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন - প্রিয় পুত্র! তুমি আমার পরে আমার খলীফা হইবে। সুতরাং যখনই তুমি আল্লাহর জিকির (স্মরণ) করিবে তখনই তাহার পাশে মোহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি অ সাল্লামের নামকে জিকির করিবে। আমি সমস্ত আসমানে তাহার নাম দেখিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৮) ডাক্তার গোলাম মোস্তফা, ছয়ঘরী, মুর্শিদাবাদ। বাংলাদেশ সেন্টার থেকে কোরয়ান শরীফ তিলাওয়াত করিবার পরে বলিয়া দিয়াছে যে, আপনারা একটি করিয়া সিজদা করিয়া নিন। আমাদের জন্য কি সিজদা করা জরুরী হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। রেডিও সেন্টারের মাধ্যমে যে কোরয়ান শরীফ তিলাওয়াত শ্রবন করা হইয়া থাকে তাহা যেহেতু সরাসরি কারীর কিরাত নয়। এই কারণে তিলাওয়াতের সিজদা করা অয়াজিব হইবে না। তবে কেহ যদি সিজদা করিয়া নিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন ক্ষতির কারণ নাই। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৯) আবু বাকার গঙ্গা প্রসাদ, মালদা। আমরা বিদেশ যাইবার নিয়াত করিয়াছি। আমরা যদি কোন জায়গায় কোন ইমামের পিছনে নামাজ পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে দুই রাকায়াতের নিয়াত করিব, না চার রাকায়াতের নিয়াত করিব?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ইমাম যদি মুসাফির হয়, তাহা হইলে ইমাম ও মুসাফির মুক্তাদী দুই রাকয়াত পড়িবে। আর যদি ইমাম মুকীম হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত চার রাকয়াত পড়িতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩০) সিরাজুল ইসলাম, কালিয়াচক, মালদা। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হইয়াছে। স্ত্রী স্বামীকে কোরয়ানের কসম দিয়াছে যে, তুমি আর আমার ঘরে ঢুকিবে না। স্বামীও কসম করিয়া বলিয়াছে যে, আমি তোমার ঘরে ঢুকিব না। এখন উভয়ের মধ্যে মিসংসা হইয়া গিয়াছে। স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে থাকিতেছে। এখন বিধান কি রহিয়াছে বলিয়া দিবেন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যেহেতু স্বামী কসম ভঙ্গ করিয়াছে। এই কারণে তাহাদের জন্য কসমের কাফফারা আদায় করা জরুরী। দশটি ফকীরকে অন্ন দান করিবে অথবা তিনটি রোজা রাখিয়া দিবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ।

(৩১) শফীকুল ইসলাম, মহারাজপুর, মুর্শিদাবাদ। আমার ভাইপোর গত বৎসর একটি গরুতে এক ভাগা নিয়া আকীকা করা হইয়াছে। এ বৎসর আরো এক ভাগা নিয়া আকীকা করিতে চাহিতেছে। ইহা হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। পুত্র সন্তানের জন্য দুই অংশ নিয়া আকীকা করিবার নিয়ম। কিন্তু নিয়ম বহির্ভূত কাজ হইয়া গিয়াছে। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা হইয়া গিয়াছে। আর আকীকা করিবার প্রয়োজন নাই। এইবার বাচ্চার নামে কোরবানী করিয়া দিবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩২) রমজান মোবারক, ছাত্র ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসা, মুর্শিদাবাদ। মাদ্রাসায় যে সমস্ত সাদকা আসিয়া থাকে তাহা আলেমদের হক, না তালিবুল ইল্মদের হক? মৌলবী সাহেবগন এই সাদকা কি প্রকারে খাইতে পারিবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। সাদকার মাল গরীবদের হক। আলেম ও তালিবুল ইল্ম গরীব হইলে সবাই খাইতে পারিবে। অন্যথায় কেহ খাইতে পারিবে না। তবে গরীব তালিবুল ইল্মগণ সাদকা গ্রহন করিবার পরে ধনী আলেম ও তালিবুল ইল্ম সবাইকে খাওয়াইতে পারিবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৩) ডাক্তার আব্দুস সালাম, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ। হুজুর! আরফায় জোহর ও আসর এবং মুজদালফায় মাগরিব ও ঈশা কয় আজান ও কয় তাকবীরে পড়িতে হইবে? এ বৎসর এই এলাকায় কয়েকজন মানুষ হজে যাইবে। তাহারা হজ কমিটির ট্রেনিং থেকে শুনিয়াছে যে, আরফায় ও মুজদালফায় সব জায়গায় এক আজানে ও দুই তাকবীরে নামাজ আদায় করিতে হইবে।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। আরফায় এক আজানে ও দুই ইকামাতে জোহর ও আসর পড়িতে হইবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং মুজদালফায় এক আজানে ও এক ইকামাতে মাগরিব ও ঈশা পড়িতে হইবে। আজকাল মাষ্টার ও ডাক্তার মানুষ দুই একবার হজ করিয়া নিজদিগকে বড় বড় মুয়াল্লিম মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাইহোক, আমার লেখা হজ গাইড - 'মক্কা ও মদীনার মুসাফির' সব সময়ে লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে। এই পুস্তকটি হানাফী মাযহাবের উপরে লেখা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৩) হাজী সামীউদ্দীন, ছয়ঘরী, মুর্শিদাবাদ। ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া যে বাড়তি টাকা পাওয়া যায় তাহা নেওয়া যাইবে কিনা ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ব্যাঙ্কের বাড়তি টাকা সুদে গন্য নয়। সুতরাং তাহা নেওয়া হালাল। যদি কেহ এই বাড়তি টাকাকে সুদ বলিয়া ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য ব্যাঙ্কে টাকা রাখাই হারাম। অবশ্য নিজের টাকাগুলি রেজিষ্টারী করিয়া ব্যাঙ্কে রাখিলে জায়েজ হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৪) মেহদী হাসান, কয়থা, বীরভূম। হুজুর! আমার দুইটি প্রশ্ন - (ক) কোন ব্যক্তি এক ইমাম সাহেবের হাতে মসজিদ মাদ্রাসার জন্য টাকা দিয়াছে কিন্তু ইমাম সাহেব সেই টাকা মসজিদ মাদ্রাসায় জমা দেয় নাই। এই ইমামের পিছনে নামাজ জায়েজ হইবে কিনা ? (খ) আমি বিশেষ কারণ বশতঃ রমজান মাসে দুইটি রোজা করিতে পারি নাই। এখন কয়টি রোজা করিতে হইবে ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ইমাম সাহেব যদি সত্যিকারে মসজিদ মাদ্রাসার টাকা আত্মসাৎ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইমাম সাহেবকে মসজিদ মাদ্রাসার টাকা আদায় করিতে হইবে এবং তওবা করিতে হইবে। যদি ইহাতে ইমাম সাহেব রাজি হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে। অন্যথায় নয়।

যখন তখন দুইটি রোজা করিয়া দিলে হইবে। বেশি রোজা করিতে হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৫) নাসীরুদ্দীন, গোকনা, নদীয়া। জামায়াতের জন্য ইকামাত হইয়া যাইবার পরে কি ইমাম সাহেব বিশেষ কোন কারণে সামান্য সময়ের জন্য নিজের স্থান ত্যাগ করিতে পারে ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। তাকবীরের পরে পরেই নামাজ আরম্ভ করা জরুরী নয়। লাইন সোজা করিবার জন্য বিলম্বে নামাজ আরম্ভ করায় দোষ নাই। অনুরূপ বিশেষ কারণে যদি তাকবীরের পরে ইমাম সাহেব সামান্য সময়ের জন্য স্থান ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না। ঐ তাকবীরে নামাজ আরম্ভ করা যাইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৬) মুতীউর রহমান, দস্তুরহাট, সাগরদিঘী, মুর্শিদাবাদ। কোন ব্যক্তি যদি মনে মনে তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া থাকে, তাহা হইলে তালাক হইবে কিনা ?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। মনে মনের তালাক তালাকই নয়। তালাকের জন্য শর্ত এমন শব্দে বলিতে হইবে যাহা কমপক্ষে নিজের কান শুনিতে পাইবে। ইহা কেবল তালাকের ক্ষেত্রে নয়, বরং জবাহ করিবার ক্ষেত্রেও কম পক্ষে এমনই উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ করিতে হইবে যে, নিজের কান শুনিতে পাইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৭) মুর্শিদাবাদ জলঙ্গী বিদুপুর মসজিদ কমিটির পক্ষে প্রশ্ন - মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আমাদের গ্রামে এক ব্যক্তি ইন্তেকাল করিলে আমরা দেশ প্রথা হিসাবে তাহার লাশকে নিয়া যাইবার সময়ে চল্লিশ কদম করিতে চাহিলে গ্রামের দুই একজন লোক বাধা দিয়া থাকে যে, এইগুলি ভিত্তিহীন। শেষ পর্যন্ত চল্লিশ কদম করা হয় নাই। ইহাতে আমাদের গ্রামবাসীর মনের মাঝে ক্ষোভ হইয়াছে যে, চল্লিশ কদম করিবার পিছনে কোন প্রমাণ রহিয়াছে কিনা ? আমরা আপনার স্মরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি শরীয়ত মোতাবিক ফায়সালা দিয়া দিবেন। দয়া করিয়া কিতাবের নাম বলিয়া দিলে ভালে হয়।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। মুর্দার খাটিয়াতে কাঁধ দেওয়া বহু সওয়াবের কাজ। হাদীস পাকে ইহার প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি খাটিয়ার চারটি পায়াতে কাঁধ দিবে তাহার অবশ্যই মাগফিরাত হইয়া যাইবে। অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে, তাহার চল্লিশটি কাবীরাহ গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। যেহেতু খাটিয়ার চারটি পায়াতে কাঁধ দেওয়ার কথা

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলা হইয়াছে। এই কারণে চল্লিশ কদমের কথা আসিয়া গিয়াছে। চল্লিশ কদম করা সুন্নাত। ইহাতে বাধা দেওয়া গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়। যাহারা বাধা দিয়াছে তাহারা চরম পর্যায়ের ভুল করিয়াছে। গ্রামবাসীর সম্মুখে তাহাদের তওবা করিবার প্রয়োজন। চল্লিশ কদম করিবার কথা অনেক কিতাবে রহিয়াছে। এখানে কয়েকখানা কিতাবের কথা উল্লেখ করিতেছি। (ক) ফাতাওয়ায় আলামগিরী প্রথম খণ্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা (খ) রদ্দুল মুহতারের সহিত দুর্রে মুখতার দ্বিতীয় খণ্ড ২৩১ পৃষ্ঠা (গ) বাদাউস সানায়ে দ্বিতীয় খণ্ড ৪৩ পৃষ্ঠা (ঘ) জাওহারাতুন্নইয়ারা প্রথম খণ্ড ১৫৬ পৃষ্ঠা (ঙ) কিতাবুল ফিক্‌হ প্রথম খণ্ড ৬৫৩ পৃষ্ঠা। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৮) সাদেক শেখ; বালিরঘাট, মুর্শিদাবাদ। হুজুর! আমরা ইমামের পিছনে নীরব থাকিয়া নামাজ পড়িয়া থাকি। হঠাৎ এক ব্যক্তি খুব জোর দিয়া বলিতেছে যে, সূরাহ ফাতিহা পাঠ না করিলে নামাজ হইবে না। ইহা বোখারীতে রহিয়াছে। এ বিষয়ে আপনি কি বলিতে চাহিতেছেন? আর একটি প্রশ্ন হইল যে, একজন মানুষ বলিতেছে যে, আল্লাহর রসূল আমাদের মত একজন সাধারণ ছিলেন। এই কথায় আমার দুঃখ হইয়াছে। এইরূপ বলা কি চলিবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। নাউজু বিল্লাহ! শত শতবার নাউজু বিল্লাহ! হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম না জিন ছিলেন, না ফিরিশতা ছিলেন। তিনি ছিলেন ইনসান, বরং ইনসানে কামেল। তাঁহার মতো ইনসান না কেহ পয়দা হইয়াছে, না কেহ পয়দা হইবেন। হুজুর পাক তো দূরের কথা, কোনো পয়গম্বরকে সাধারণ মানুষ বলা হইবে না। নবীগণকে সাধারণ ইনসান বা মানুষ বলা কাফেরদের তরীকা। বিশেষ করিয়া হুজূর পাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ সাল্লামকে সাধারণ ইনসান বা মানুষ বলা কুফরী। যে এই প্রকার কথা বলিয়াছে সে মুসলমান নয়, বরং নিঃসন্দেহে কাফের। এই প্রকার ব্যক্তিকে কতল করিয়া দেওয়া মুসলমান বাদশার উপরে অয়াজিব। এই প্রকার মানুষের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া দেওয়া হারাম।

ইমামের পশ্চাতে বিনা কিরাতে নীরব থাকিয়া নামাজ পড় অয়াজিব। ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করা মাকরূহ তাহরিমী - হারামের কাছাকাছি। কারণ, ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ করা কোরয়ান পাক ও বহু হাদীস পাকের বিপরীত। যাহারা ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ করিয়া থাকে, তাহাদের মুখে আগুন ভরিয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ইহার পরেও যদি কেহ জিদ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কিছু বলিবার নাই। প্রকাশ থাকে যে, সাধারণ মানুষের জন্য বোখারী পড়িয়া নিজে নিজে মসলা তৈরি করিয়া নেওয়া হারাম। হানাফীগণ! খবরদার গোমরাহ হইতে যাইবেন না। ২৫/৩০ কিলোমিটারের মধ্যে সমস্ত হানাফী ভাইদের কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ যে, ওহাবীদের কোন কথায় কান না দিয়া আমার বাড়িতে আসিয়া মসলা বুঝিয়া যান। আর যদি আপনার কাছাকাছি কোন নির্ভরযোগ্য হানাফী আলেম থাকেন কিংবা কোন মাদ্রাসা থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই যোগাযোগ করিয়া যাঁচাই করিবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৯) আমীর হোসেন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। চার ব্যক্তি সমান ভাগে একটি গরুতে কোরবানী করিতে পারিবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। চার ব্যক্তি একটি গরুতে সমান ভাগে কোরবানী করা জায়েজ। ইচ্ছা করিলে কম বেশি অংশেও কোরবানী করা জায়েজ। অবশ্য কোন একটি অংশকে ভাগ করিলে চলিবে না। যেমন এক ব্যক্তি সাড়ে পাঁচ অংশ এবং আর এক ব্যক্তি দেড় অংশ, মোট হইল সাত অংশ। ইহা নাজায়েজ। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪০) রহমাতুল্লাহ রেজবী, পাণ্ডবেশ্বর, বর্ধমান। আমাদের গ্রামে দুইটি বাচ্চা মরিয়া গিয়াছে। দুইনের জানাজা একসঙ্গে করিতে হইবে, না আলাদা আলাদা এবং এক ব্যক্তি দুইজনের জানাজা পড়িতে পারিবে, না পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে পড়াইতে হইতে হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। দুইজনের জানাজা একসঙ্গে পড়ানো জায়েজ। কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে পড়াইলে সওয়াব বেশি হইবে। একই ব্যক্তি একের পর এক অনেকগুলি মুর্দার জানাজা পড়াইতে পারে। আলাদা আলাদা ব্যক্তি পড়াইলেও কোন দোষ নাই। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪১) নূরুদ্দীন গাজী, হিমচী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। একজন

pdf By Syed Mostafa Sakib

লোক তাহার স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়াছে। লোকটি বলিতেছে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কথা বলিয়াছি। স্ত্রীও বলিতেছে, আমাকে তালাক দেওয়ার কথা বলিয়াছে। কিন্তু পাশের বাড়ির একজন লোক ও তাহার স্ত্রী বলিতেছে যে, এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক বলিয়া দিয়াছে। অবশ্য তাহারা নিজেদের ঘরের ভিতর থেকে শুনিয়াছে। এখন কি হইবে ফায়সালা বলিয়া দিন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। পাশের বাড়ির স্বামী ও স্ত্রীর কথা গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ, তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না, বরং নিজের ঘরের ভিতর থেকে শুনিয়াছে। দ্বিতীয় কথা হইল যে, একজন পুরুষ ও একজন মহিলার সাক্ষ গ্রহনযোগ্য নয়। সুতরাং লোকটির স্ত্রীর প্রতি তালাক হয় নাই। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪২) মাহতাব মণ্ডল, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ। কোন দেওবন্দী লোককে সালাম দেওয়া যাইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। দেওবন্দী সম্প্রদায় বদ আকীদাহ গোমরাহ। তাহাদের সালাম দেওয়া জায়েজ নয়। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৩) মাওলানা নূর আলী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ। যাহারা কসাই, গরু মহিষ জবাহ করতঃ মাংসের ব্যবসা করিয়া থাকে, তাহাদের গোনাহ হইয়া থাকে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। সাহাবায় কিরামদিগের মধ্যে অনেকেই এই প্রকার ব্যবসা করিয়াছেন। সুতরাং ব্যবসা নাজায়েজ নয়। তবে বর্তমানে অধিকাংশ কসাইদের ব্যবহার নাজায়েজ। কারণ, তাহারা কেবল কারবারি মনোভাব নিয়া কাজ করিয়া থাকে। যেমন চামড়া বড় করিবার জন্য যথাস্থানে জবাহ করিয়া থাকে না, জবাহ করিবার পরে অনেকেই রক্ত বাহির হইতে দিয়া থাকে না, জবাহ করিবার সাথে সাথে পা-গুলির শিরা কাটিয়া দিয়া থাকে ইত্যাদি। এই প্রকার ব্যবহার অবৈধ ও গোনাহের কারণ। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৪) মাওলানা ইয়াসির আরাফাত, নিমগ্রাম, মুর্শিদাবাদ। কোন সুন্নী আলেম যদি কোন ওহাবীর বিবাহ পড়াইয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে গোনাহ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ওহাবী সম্প্রদায় হইল বদ আকীদাহ গোমরাহ। ওহাবীর বিবাহ পড়াইয়া দেওয়া নাজায়েজ। সুন্নী আলেম ওহাবীর বিবাহ পড়াইয়া দিলে অবশ্যই গোনাহ্গার হইবে। কারণ, এই প্রকার বিবাহ পড়াইয়া দেওয়ার অর্থ হইল সুন্নী ও ওহাবীর মধ্যবর্তী প্রাচীরকে ভাঙিয়া দেওয়া - সুন্নীয়াতের গুরুত্বকে হাল্কা করিয়া দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৫) কাফীমুদ্দীন, মরারই, বীরভূম। এক ব্যক্তির তিন চারটি ছেলে মরিয়া গিয়াছে। একটি ছেলে বাঁচিয়া রহিয়াছে। বয়স দেড় বৎসর। লোকটি খুবই গরীব মানুষ। যে ছেলেগুলি মরিয়া গিয়াছে সেগুলির আকীকা করিতে হইবে, না কেবল ছেলেটি বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহার আকীকা করিলে হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। আকীকাহ করা ফরজ, অয়াজিব নয়। মুস্তাহাব মাত্র। কাহার না করিলে কোন দোষ নাই। লোকটি যখন গরীব মানুষ, তখন সম্ভব হইলে যে ছেলেটি বাঁচিয়া রহিয়াছে কেবল তাহার আকীকাহ করিয়া দিবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৬) হাফেজ শাহাবুদ্দীন, রাণীতলা, মুর্শিদাবাদ। আমাদের গ্রামের এক ব্যক্তির প্রায় পাঁচ ছয়টি ছেলে। প্রত্যেকেই সাহিবে নিসাব কিন্তু তাহারা সবাই এক সংসারে থাকে। লোকটি একটি গরু কিনিয়াছে এই একটি গরুতে নিজের নামে ও সব ছেলেগুলির নামে কোরবানী করিয়াছে। ছেলেগুলির পক্ষ থেকে কি কোরবানী আদায় হইয়া গিয়াছে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। প্রত্যেক সাহিবে নিসাব ব্যক্তির প্রতি কোরবানী করা অয়াজিব। সাতজন সাহিবে নিসাব ব্যক্তি একটি গরুতে কোরবানী করিতে পারে। কোটি টাকার মালিক হইলেও একটি গরুর একাংশ নিলে অয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। সুতরাং পিতার ক্রয় করা গরুতে পিতা ও সমস্ত পুত্রগণ কোরবানী করিয়া দিলে সবার অয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৭) আব্দুস সামাদ, ইটাসরান, মুর্শিদাবাদ। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামাজ ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহাকে কাফের বলা যাইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যতক্ষণ পর্যন্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষ নামাজ অস্বীকার না করিয়া থাকে, ততক্ষণ তাহাকে কাফের বলা যাইবে না। ইচ্ছাকৃত নামাজ ত্যাগ করা হারাম। ইচ্ছাকৃত নামাজ ত্যাগকারীকে ফাসিকে মো'লিন বা প্রকাশ্য ফাসেক বলা হইয়া থাকে। অবশ্য হাদীস পাকে বলা হইয়াছে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামাজ ত্যাগ করিয়াছে সে অবশ্যই কুফরী করিয়াছে। ফকীহগন এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, হাদীস পাকে কুফরের অর্থ হইল কুফরানে নিয়ামত অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামাতের অকৃতজ্ঞ। মোটকথা, বেনামাজী শরীয়তের কাফের নয়। শরয়ী কাফের ও বেনামাজী কাফের এক নয়। শরয়ী কাফেরের জন্য কালেমা পাঠ করা শর্ত এবং বেনামাজী কাফেরের জন্য নামাজ পড়া শর্ত। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৮) কারীমোহসেন, হড়হড়ি, সাগরদিঘী, মুর্শিদাবাদ। একটি গরুতে ছয় ব্যক্তি সমান ভাগে কোরবানী করা জায়েজ হইবে কিনা?

<u>উত্তর</u> ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। একটি গরুতে সাতজন পর্যন্ত কোরবানী করিতে পারে। অতএব, সমান অংশে জোড়ে ও বিজোড়ে কোরবানী করা জায়েজ। অর্থাৎ দুইজনে কিংবা তিনজন মিলিয়া সমান অংশে কোরবানী করা জায়েজ হইবে। সুতরাং সমান ভাগে ছয় ব্যক্তি একটি গরু কোরবানী করিতে পারিবে। অবশ্য একটি কথা মনে রাখিতে হবে যে, সাত অংশের কোন একটি অংশ ভাগ করা জায়েজ হইবে না। যেমন একজন ছয় অংশ এবং দুইজন মিলিয়া এক অংশ কিংবা একজন সাড়ে পাঁচ অংশ ও একজন দেড় অংশ; এই প্রকার জায়েজ হইবে না। কারণ, সাত অংশের একটি মৌলিক অংশ কাটা পড়িতেছে। প্রকাশ থাকে যে, এই মসলায় অনেকের ভুল বুঝাবুঝি হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৯) গোলাম নবী, উলাসপুর, মুর্শিদাবাদ। চার পাঁচজন মদখোর এক জায়গায় বসিয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিয়াছে। একজন বলিয়াছে, আমি আমার বউকে তালাক দিয়াছি। আর একজন বলিয়াছে, আমি আমার বউকে এক তালাক দিয়াছি। আর একজন বলিয়াছে, আমি আমার বউকে দুই তালাক দিয়াছি। আর একজন বলিয়াছে, আমি আমার বউকে তিন তালাক দিয়াছি। ইহাদের অবস্থা কি হইবে বলিয়া দিন।

<u>উত্তর</u> ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীর উপরে এক তালাক, এক তালাক হইয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তির স্ত্রীর উপরে দুই তালাক হইয়াছে। চতুর্থ ব্যক্তির স্ত্রীর উপরে তিন তালাক হইয়া গিয়াছে। এই ব্যক্তি বিনা হালালায় স্ত্রী গ্রহন করিতে পারিবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর এক তালাকের মালিক রহিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি দুই তালাকের মালিক রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৫০) আমীরুল ইসলাম, ধপধপি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নাত নামাজ না পড়িয়া ফরজ নামাজ পড়িয়াছে সে জামায়াতের পরে সঙ্গে সঙ্গে সুন্নাত পড়িয়া নিতে পারিবে কিনা?

<u>উত্তর</u> ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ফজরের ফরজ নামাজের পরে সঙ্গে সঙ্গে সুন্নাত পড়িতে পারিবে না। সূর্য উদয়ের পরে পড়িতে হইবে। এই সুন্নাত যাওয়ালের আগে পর্যন্ত পড়া চলিবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি

সদস্য উলামায় কিরামগণের নাম

(৮৬) মাওলানা শাহীদুল কাদেরী, চেয়ারম্যান ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি, কোলকাতা (৮৭) মাওলানা আব্দুল গফুর হাবিবী, মেদিনীপুর, (৮৮) মাওলানা কাবীরুল ইসলাম রেজবী, মিত্রপুর, বীরভূম (৮৯) মাওলানা আকরাম আলী কাদেরী (৯০) মাওলানা গোলাম মোস্তফা কাদেরী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

PATRIKA

SUNNI JAGORAN

Editor : Muftie Azam e Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi
Islampur College Road , Murshidabad (W.B) , Pin - 742304
E-mail : sunnijagoran@gmail.com

সু - সুপথ , সুচেষ্টার আশা,
ন - নবী , অলী গওসের পথের দিশা,
নি - নিজেকে ইসলামের কর্মে করতে রত,
জা - জাগরণ আনতে হবে মোরা রয়েছি যত ।
গ - গঠন করতে মোদের সুন্দর জীবন,
র - রটতে হবে সদা সুন্নী জাগরণ,
ন - নইলে অজ্ঞতা মোদের করবে হরণ ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত

(১) 'মোসনাদে ইমাম আ'যম' এর বঙ্গানুবাদ
(২) আমজাদী তোহফাহ সুন্নী খুতবাহ
(৩) তাবলিগী জামায়াতের অবদান
(৪) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(৫) কুরানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানযুল ইমান'
(৬) মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(৭) সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৮) সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৯) দুয়ায় মুস্তফা
(১০) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(১১) সেই মহানায়ক কে ?
(১২) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?
(১৩) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)
(১৪) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (২য় খণ্ড)
(১৫) 'আনওয়ারে শরীয়াত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৬) মাসায়েলে কুরবানী
(১৭) হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৮) 'আল মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(১৯) 'কাশফুল হিজাব' এর বঙ্গানুবাদ
(২০) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২১) সুন্নী কলম পত্রিকার তিনটি সংখ্যা
(২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সালাতে আস্‌সালাম
(২৪) নফল ও নিয়্যাত
(২৫) দাফনের পূর্বাপর
(২৬) দাফনের পরে
(২৭) বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৮) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৯) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(৩০) মোসনাদে আবু হানীফা
(৩১) মক্কা ও মদীনার মুসাফীর

মূল্য - ১২

pdf By Syed Mostafa Sakib